রাফয়ে ইয়াদায়েনের সঠিক সমাধান

Pdf By Syed Mostafa Sakib

-ঃ লেখক ঃ-
মুফতী
মোঃ আখতার আলি নঈমী

-ঃ প্রাকাশনায় ঃ-
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট), রুম নং - ৫০, মালদা
মোবাইল নংঃ- 9933494670

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখকের লিখনী

১। আযমাতে ইল্‌ম্‌ ও উলামা (উর্দু)

২। পবিত্র রমযান মোমিনদের মেহমান

৩। জাশনে ইদ মিলাদুন্নাবী (ﷺ)

৪। মাসাইলে দরুদ ও ফাতেহা

৫। রাফয়ে ইয়াদায়েনের সঠিক সমাধান

৬। ফাতাওয়া সুন্নি মঞ্চ (অপ্রকাশিত)

৭। নামাযে হাত কোথায় বাধবেন (অপ্রকাশিত)

হাদিয়া ঃ- ৬০ টাকা মাত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাফয়ে ইয়াদায়েনের সঠিক সমাধান

ঃ লেখক ঃ
মুফতী মোহাঃ আখতার আলি নাঈমী
প্রিন্সিপাল
দারুল উলুম আশরাফুল আউলিয়া
উত্তর লক্ষীপুর, কালিয়াচক, মালদা (প:ব:)।
মোবাইল নং :- 9735870672

ঃ প্রকাশনায় ঃ
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট), রুম নং - ৫০, মালদা
মোবাইল নং :- 9933494670

ঃ প্রকাশনায় ঃ
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট), রুম নং - ৫০, মালদা
মোবাইল নং :- 9933494670

ঃ প্রুফ রিডিং ঃ
১। মৌঃ মতিউর রহমান
শিক্ষক - এ.জি.জি.এস. হাই মাদ্রাসা
২। মাস্টার মনিরুল হক

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ
১। মুসলিম বুক ডিপো (কালিয়াচক, মালদা)
২। নিউ কালিমিয়া বুক ডিপো (কালিয়াচক, মালদা)
৩। ইসলামিয়া বুক ডিপো (কালিয়াচক, মালদা)
৪। সাঈদ বুক ডিপো (কালিয়াচক, মালদা)
৫। জামিল বুক ডিপো (বাহরাল, মালদা)
৬। রেজবী অ্যাকাডেমী (রেজবী নগর, দঃ ২৪ পরগনা)

-ঃ অক্ষর বিন্যাস ঃ-
মৌঃ মোহাঃ জিয়াউল হক সাকাফী (৯৬০৯০২০০৫১)
সহযোগীতায় ঃ- মোহাঃ আব্দুল আজিজ (৮৯২৬৩৬৫০৫১)
বাংলা, ইংরেজী, আরবী ও উর্দু অক্ষর বিন্যাসের কাজ করা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ সুচীপত্র ঃ

তাকবীরে তাহরীম ব্যতীত নামাযের মধ্যে সমস্ত জায়গায় রাফায়ে ইয়াদায়েন নিষিদ্ধ ও রহিত হওয়ার প্রমান - ১

উল্লেখিত হাদিসের পরিপক্কতা ও সত্ততার প্রতি যুক্তি প্রদর্শন - ৩

গায়ের মুকাল্লিদের কেতাব থেকে রাফয়ে ইয়াদায়েন কেন্দ্রিক হাদিসটি সহি হওয়ার প্রমান - ৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্নিত হাদিস - ৫

হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্নিত হাদিস- ৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্নিত হাদিস - ৮

হযরত বারা বিন আযিব থেকে বর্নিত হাদিস - ৯

তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত নামাযের মধ্যে অন্য কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করাকে ঘোড়ার লেজের সাথে তুলনা করা হয়েছে - ১৪

হিজরতের পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মদিনার নামায যাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করেন নি - ১৬

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও প্রথম খালিফা আবুবকরসিদ্দিক এবং দ্বিতীয় খালিফা হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুমার আমল - ১৮

প্রথম খালিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ১৯

দ্বিতীয় খালিফা হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ২০

তৃতীয় খালিফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ২১

চতুর্থ খালিফা হযরত আলি রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ২২

আশারায়ে মুবাশ্‌রাহ তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ২৪

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ২৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমাও তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ২৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমাও তাকবীরে তাহরীম' ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ২৮

অসংখ্য সাহাবা-এ কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ২৯

বিখ্যাত তাবেঈন, মুহাদ্দেসীন ও ফক্বীহগনের আমল - ৩০

হযরত খাইসমা তাবেঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ৩২

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা তাবেঈ রাদিয়াল্লাহু আনহুমও তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ৩২

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইমাম শা'বী রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাকবীরে তাহরীম' ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না -৩৩

হযরত আসওয়াদ ও আলকামা তাবেঈ রাদিয়াল্লাহু আনহুমাও তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ৩৪

হযরত ইমাম কূইস তাবেঈ রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ৩৪

হযরত আবু ইসহাক তাবেঈও তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ৩৫

হযরত আলি ও হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ছাত্ররাও তাকবীরে তাহরীম' ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না - ৩৬

ইমাম মালিকের মাযহায নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন না করার স্বপক্ষ্যে - ৩৬

রাফয়ে ইয়াদায়েন সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত - ৩৭

ইমামুল আইম্মা ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আউযাঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহিমার রাফয়ে ইয়াদায়েন কেন্দ্রিক মুনাযারা - ৩৯

লামাযহাবীদের প্রশ্নের উত্তর - ৪১

গায়ের মুকাল্লিদের পেশ করা হাদিসের পরীক্ষা - ৪৩

নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েনের পুঙ্খানু পুঙ্খ বর্ননা - ৪৪

গায়েব মুকাল্লিদগনের দাবী ও আমল - ৪৫

সেজদার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন রহিত হওয়ার প্রমান - ৪৬

তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত সমস্ত জায়গায় রাফয়ে ইয়াদায়েন রহিত - ৪৬

মুহাদ্দিস ও ফক্বীহগনের হাদিসের অধ্যায় নির্ধরনের দিক দিয়েও রাফয়ে ইয়াদায়েন রহিত ও পরিত্যক্ত - ৪৭

প্রমানিত বিষয় - ৪৮

বুখারী ও মুসলিম দ্বারা রাফয়ে ইয়াদায়েনের সঠিক সমাধান হবে না - ৪৯

মানসুখ ও নাসেখ-এর নিয়মানুযায়ী যে সব মুহাদ্দিস হাদিস বর্ননা করেছে তাদের নাম ও হাদিসগ্রন্থ - ৪৯

গায়ের মুকাল্লিদের আরও কিছু প্রশ্নের যথাযথ উত্তর - ৫১

pdf By Syed Mostafa Sakib

উৎসগ

ওলামায়ে দ্বীনের অভ্যাস রয়েছে, তাঁরা বরকত অর্জনের জন্য নিজের লিখনিসমূহ আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় বান্দাদের নামে উৎসর্গ করেন। পূর্বপুরুষগনের অভ্যাসানুসারে আমিও **"রাফায়ে ইয়াদায়েনের সঠিক সমাধান"** এই পুস্তকটি ইমামুল আয়েম্মাহ, সিরাজুল উম্মাহ, ফিক্হ শাস্ত্রের উদ্ভাবক ইমাম আযম আবু হানিফা

এবং

মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন ও জামেয়া নাঈমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সাদরুল আফাযিল, ফাখরুল আমাসিল হুযুর সৈয়দ নাঈমুদ্দিন মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসে মোরাদাবাদী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) -এর নামে উৎসর্গ করলাম।

খাকসার মুফতি মোঃ আখতার আলি নাঈমী

ঃ অভিমত ঃ

ইসলামিক চিন্তাবিদ ও মুনাযিরে ইসলাম উস্তাযুল আসতিযা হযরত আল্লামা মুফতি মোহাঃ ওয়ায়েজুল হক মিসবাহী। শাইখুল হাদিস ও মুফতী -এ জামিয়া রেযবীয়া পঞ্চনন্দপুর, মালদা (পঃ বঃ)।

بسم الله الرحمن الرحيم

لَكَ الْحَمْدُيَااللهُ والصَّلوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله

তাকবীরে তহরীমা ছাড়া রুকুর পূর্বাপরে রফয়ে ইয়াদাইন (দুই হাত উত্তলন) করা যাবে কি, যাবে না, এব্যাপারে উভয় পক্ষে হাদিস বর্তমান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর একাধিক হাদিস, শতাধিক সাহাবী, তাবেঈ এবং পরবর্তী অনেক ফকীহ এমাম ও আলেমগনের উক্তি ও যুক্তি উপরন্ত তাদের আদর্শ ও আচরনের প্রতি গভীর নযরপাত করলে একথা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে যে, রাফয়ে ইয়াদাইনকে ত্যাগ করাটাই নিঁখুত তদন্তের অনুকূল এবং সুন্নাত মাফিক। আর এটাই হচ্ছে সুন্নী হানাফীদের মাযহাব।

বোখারী, মুসলিম এবং হাদিসের অন্যান্য কেতাবাদির মধ্যে বিবৃত রাফয়ে ইয়াদায়েন সংক্রান্ত হাদিসগুলি দ্বারা জানা যায় যে, মহানবী রাফয়ে ইয়াদায়েন কে কার্যকর করেছেন কিন্তু তাঁর এই আচরণ ক্ষনস্থায়ী ছিল। পরবর্তীতে তা তিনি বর্জন করে দিয়েছিলেন। কাজেই বলতে হবে যে, রফয়ে ইয়াদাইন সংক্রান্ত হাদিস রহিত এবং রহিত হাদিসের প্রতি আমল করতে নেই।

আমার এই দাবীর বিরুদ্ধে যে সব হাদিস বর্নিত হয়েছে, সে সবকে গভীর নযরে অধ্যায়ণ করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, রহিত ঘটনা বাস্তব এবং হাদিসগুলি বর্জনের উপযুক্ত। তদুপরি বর্জনের হাদিস এমন ফকীহ্ সাহাবী ও এমামগনের দ্বারা বর্নিত যারা কোরআন ও হাদিসের মধ্যে পূর্ন গভীরতা ব্যপক দক্ষতা, নিখুঁত তদন্ত এবং দৃষ্টান্তহীন গবেষনার ধারক ও বাহক ছিলেন। একথার স্বাক্ষ বহন করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আসছেন সেখান থেকে আজ অবধি বেনযির, মোহাদ্দিসগন ও ফকীহ্গন। আমাদের অত্র এলাকায় যারা রাফয়ে ইয়াদাইন করেন তারা হচ্ছেন ওয়াহাবী। ওয়াহাবীরা আল্লাহ ও রাসুলের দরবারে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করার জন্য ইসলামের সীমারেখা হতে বেরিয়ে পড়েছেন। তারা নিজেদেরকে তৌহীদির পতাকা বাহক বলে দাবী করছেন এবং কোরআন ও হাদিসের অন্তরালে সরল সুন্নী হানাফীদেরকে পথভ্রষ্ট করার অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং নিজেদের কুফরী আকায়েদ ও ধারনা গুলিকে গোপনে রেখে কতক ফুরুঈ (অমৌলিক) মসলা মাসায়েল বিশেষ করে রাফয়ে ইয়াদাইন সংক্রান্ত হাদিসগুলিকে সাধারন সুন্নী হানাফীদের নিকটে তুলে ধরছেন। এধারে সাধারন মুসলমান হাদিসের ব্যপারে ওয়াকিবহাল না থাকার জন্য তাদের ভৌতায় পড়ে তারা শেষ পর্যন্ত নিজেদের ঈমানকে ধ্বংশ করতে চলেছেন। এই পরিস্থিতিতে তাদের ফিৎনা ও শরীয়ত বিরোধী হামলা থেকে সরল প্রান মুসলমানদেরকে নিরাপদে রাখা এক গুরুত্বপূর্ন ধর্মীয় দায়িত্ব। আমি ভাবছিলাম যে, সুযোগ বের করে তাদের এই হামলার জবাব দিব। ইতি মধ্যে আমার প্রিয়পাত্র মুফতী আখতার নাঈমী নিজেরই সংকলিত **"রাফইয়াদায়েনের সঠিক সমাধান"** নামক পুস্তকের পান্ডুলিপি নিয়ে আমার নিকটে এলেন এবং বললেন যে, আমার এই পুস্তকে আপনার অভিমত চায়। বললাম আমার হাতে এখন সময় নেই এর জন্য সময়ের দরকার। তিনি বললেন অল্প সময় বার করে আমার কাজ আপনাকে করতে হবে এই আবেদন আমার। তার নির্দেশ আমাকে মেনে চলতে হল এবং অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকটির বিভিন্ন অংশ পাঠ করে পরিষ্কার ভাবে জানতে পারলাম যে, **"রাফইয়াদায়েনের সঠিক সমাধান"** কে ভিত্তি করে ওয়াহীবীদের হামলার যথেষ্ট জবাব হয়েছে। পুস্তকটি অকাট্যো প্রমান ও বলিষ্ঠ দলীল সমূহে পরিপূর্ণ, আমার পূর্ণ আশা যে যারা নিজের, তাদের অন্তর আনন্দ ও খুশিতে ভরে উঠবে এবং বিরোধীগন ভাবতে বাধ্য হবেন আর তাদের মধ্যে অনেকের সন্দেহর অন্ধকার নিকতনে নিশ্চয়তার আলো জ্বলে উঠবে। মহান আল্লাহর কাছে দুওয়া করি যে, তিনি সকলকে জ্ঞান গরিমাতে বরকত দান করেন বৌধশক্তিকে আর বলিষ্ঠ করেন এবং দ্রীঘায়ু করে লিখনির ময়দানকে প্রশস্ত করেন আর আহলে সুন্নাতের মাত্রাধিক সেবা করার তৌফিক দান করেন। হে খোদা ! তুমি তাই কর সাদকা তোমার প্রিয় হাবিবের।

প্রিয় পাঠক আরোও মনে রাখবেন যে লেখকে আলোচ্য পুস্তক ছাড়া একাধিক পুস্তক রয়েছে যে ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ সহায়ক। যথা -

১। আযমাতে ইলম ও ওলামা (উর্দু)।
২। পবিত্র রমাযান মোমিনদের মেহমান। (বাংলা)
৩। জাশনে ঈদ মীলাদুন্নাবী। (বাংলা)
৪। মাসায়েলে দুরূদ ও ফাতেহা। (বাংলা)
৫। ফাতাওয়া সুন্নী মঞ্চ। (বাংলা)
৬। নামাযে হাত কোথায় রাখবেন। (বাংলা)

লেখকের এই কচি বয়সে ধর্মীয় আবেগ এর ফলাফল দেখে আমি এ বলে বিদায় নিচ্ছে যে মহান আল্লাহ তার কলম গতিকে অধিক থেকে অধিকতর করেন।

'আমীন'

মোহাঃ ওয়ায়েযুল হক মিসবাহী
জামেয়া রিযবীয়া পঞ্চনন্দপুর

بسم الله الرَّحمٰن الرَّحِيم

الحمدلله رب العٰلمين الذى هدانا الى الصراط المستقيم

وارشدنا الىٰ اتباع اولى الامر من الفقهاء والمجتهدين

والصلٰوة والسلام على سيدالعٰلمين شفيع المذنبين امام المرسلين

الذى ارسله رحمة للعٰلمين وعلى اله وصحبه الطاهرين الذين هم

ائمة الدين وعلى الفقهاء والمجتهدين وعلى سائر المقلدين الذين

هم على طريق المسلمين وعلينامعهم وبهم ولهم ياارحم الراحمين

اٰمين اٰمين اٰمين

برحمتک يارب العالمين امّابعد

বর্তমান যুগে কিছু সংখ্যক মূর্খ মানুষ নিজের অজ্ঞতার কারনে নানা ধরনের ফিৎনা ও ষড়যন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। মূর্খ ও স্বল্পজ্ঞানীরা এক নতুন ফিরকা তৈরী করেদিয়েছে এবং পূর্বপুরুষ, সালফে স্বলেহীন, মুজতাহিদ এমাম ও মুকাল্লিদ মুসলমানদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে আরম্ভ করেছে। তাদের মধ্যে একটি বেআদব ও গুস্তাখ ফিরকার নাম হলো গায়ের মুকাল্লিদ। যারা নিজেকে আহলে হাদীস দাবি করে আর হাদিসের আড়ালে আল্লাহ তা'য়ালা, রসুলুল্লাহ, মুজতাহীদ এমাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের ব্যাপারে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করে। তারা কোনোও নুজতাহিদ এমামের তাকলিদ প্রয়োজন মনে করে না, কিন্তু তারা নিজের বেআদব মোল্লা ও মৌলভীদের অনুসরন করে। তাদের বহু মিথ্যা দাবির মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েনকে ফরয মনে করা অন্যতম। তাদের ধারনা, রুকু-সাজদার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন না করলে নামায হবে না। এই জন্য আমি প্রয়োজন মনে করলাম রাফয়ে ইয়াদায়েনর সঠিক সমাধান আপনাদের নিকট পুস্তকাকারে পৌঁছিয়ে দেয়ার।

সুন্নি হানফীদের নিকট নামাযের প্রারম্ভে (শুরু নামাযে) তকবীরে তাহরীমার সময় রাফায়ে ইয়াদায়েন অর্থাৎ দুই হাত কান পর্যন্ত উঠানো সুন্নৎ। আর রুকুর পূর্বে ও পরে এবং তৃতীয় রাকাতের শুরুতে রফয়ে ইয়াদায়েন (হাত উঠানো) সুন্নাতের বিরোধী অর্থাৎ নিষিদ্ধ।

কিন্তু গায়ের মুকাল্লিদগন রুকুর পূর্বে ও পরে এবং তৃতীয় রাকাআতের শুরুতে দুই হাত উঁচু করে, দুষ্ট ঘোড়ার লেজ উঠানো নামানোর মতো এবং রহিত ও রদকৃত হাদিসসমূহ পেশ করে হানাফী জনসাধারনকে এই নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত করার জন্য ব্যপক পরিমানে শক্তি প্রয়োগ করে থাকে।

এই জন্য এই বিষয়ে সহীহ হাদীস ও সাহাবা-এ কিরাম, তাবিঈন, তাবেতাবিঈন, ফক্বীহগন, মুফতিগন এবং শরীয়তের জ্ঞানের অধিকারীগনের আমল (কর্ম) দ্বারা সঠিক মাসায়ালা পেশ করা হল।

তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামাযের মধ্যে সমস্ত জায়গায় রাফয়ে ইয়াদায়েন নিষিদ্ধ ও রহিত হওয়ার প্রমান

গায়েব মুকাল্লিদগন যে সমস্ত সাহাবা-এ কেরাম থেকে রাফয়ে ইয়াদায়েন এর স্বপক্ষে হাদীস পেশ করেন ঐ সমস্ত সাহাবা-এ কেরাম রিদওয়ানুল্লাহে আলাইহিম আজমাঈনেরই আমল দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সমস্ত জায়গায় রাফায়ে ইয়াদায়েন ত্যাগ করার প্রমানও পাওয়া যায় এবং হযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহিওয়া সাল্লামের সর্বশেষ আমলও রাফায়ে ইয়াদায়েন না করার স্বপক্ষে প্রমানিত।

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللّٰهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍاَلااُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّافِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ قَالَ اَبُوْعِيْسٰى - حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَبِهٖ يَقُوْلُ غَيْرُوَاحِدٍ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَهُوَقَوْلُ سُفْيَانَ وَاَهْلِ الْكُوْفَةِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ ঃ-

হযরত আলকামা থেকে বর্নিত তিনি বলেন - হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি কি তোমাদের রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায পড়াবো না ? তারপর তিনি নামায পড়ালেন এবং প্রথম বার (তাকবীরে তাহরীমা) ব্যতীত কোনো জায়গায় রাফয়ে ইয়াদায়েন করলেন না। ইমাম তিরমিযী বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই হাদীস হাসান হাদীস এবং অসংখ্য আলিমগন, সাহাবা-এ কেরাম ও তাবিঈগন তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না আর এ কথা হাদীস ও ফিক্বহের ইমাম হযরত সুফয়ান সওরী ও কুফার বাসিন্দাগনও বলতেন।

সূত্র ঃ- তিরমিযী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা নং- ৩৫৯। আবুদাউদ শরীফ, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা নং - ১০৯। নাসাঈ শরীফ, পৃষ্ঠা নং - ১৫৮। ইমাম বুখারির উস্তাদ নিজের হাদীসগ্রন্থ মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং - ২৬৭ -এ এই হাদীসটি লিখেছেন। মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং - ৭৭। মুসনদে ইমাম আহমাদ, খন্ড নং - ৫, পৃষ্ঠা নং - ২৫১। বাইবাকী, খন্ড নং - ২, পৃষ্ঠা নং - ৭৮। সুনানে দারে কুতনী, খন্ড নং - ২, পৃষ্ঠা নং - ২৯৬। শারাহ মাআনিল আসার, খন্ড নং - ১, পৃষ্ঠা নং - ১৬২। মাজমাউল যাওয়াইদ, খন্ড নং - ১, পৃষ্ঠা নং - ৭৩। মুহাল্লা ইবনে হাযম, খন্ড নং - ৩, পৃষ্ঠা নং - ২৩৫। শারহুস্ সুন্নাহ বাগভী, খন্ড নং - ৩, পৃষ্ঠা নং - ২৪। নাসবুর রায়াহ, খন্ড নং - ১, পৃষ্ঠা নং - ৩৯৪। আলজাও হারুন্ নাক্বী, খন্ড নং - ১, পৃষ্ঠা নং - ১৩৭।

ঃ উল্লেখিত হাদিসের পরিপক্কতা ও সত্যতার প্রতি যুক্তি প্রদর্শন ঃ

* উল্লেখিত হাদীস বর্ননাকারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ যিনি সাহাবাদের মধ্যে বিশাল ফক্বীহ আলিম ছিলেন এতে হাদিসটির চরম সত্যতার প্রমান হয়।

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সাহাবাদের দলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায পেশ করলেন যাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত অন্য কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করেন নি এবং সাহাবাদের মধ্যে কেউ প্রতিবাদও করেন নি। বুঝা গেলো যে, সাহাবা-এ কেরামের আমল রাফয়ে ইয়াদায়েন ত্যাগ করার স্বপক্ষে।

* ইমাম তিরমিযী উল্লেখিত হাদীসটিকে জয়ীফ (দুর্বল) বলেননি বরং হাদীসে হাসান বলেছেন। অতএব কোনো গায়ের মুকাল্লীদের অধিকার নেই হাদীসটিকে জয়ীফ বলার।

* ইমাম তিরমিযী বলেন অসংখ্য সাহাবা, তাবিঈন এবং কুফা শহরের ফুক্বাহাদের আমল ছিল এই হাদীসের প্রতি অর্থাৎ রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না। তাদের আমল দ্বারা হাদীসের দৃঢ়তা প্রমান হয়।

* 'ইমাম আযামের' মতো মুজতাহিদ তাবিঈ উক্ত হাদীসের প্রতি আমল করেছেন। এছাড়া আরও অসংখ্য তাবিঈন, তাবৃতাবিঈন ও শরীয়ত জ্ঞানের অধিকারীদের আমল রয়েছে এই হাদীসের প্রতি।

* আল্লামা মারদিনী এই হাদীসের পরিপক্কতা বয়ান করেছেন। তিনি বলেন, এই হাদিসের সনদ ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।
(আলজাও হারুন্ নাকি, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা নং - ৭৮)

* ইবনে হযম হাদীসটি সহীহ বলেছেন (আলজাও হারুন্ নাকী, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ৭৮)

هٰذَاالْحَدِيْثُ صَحَّحَهُ اِبْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ

وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَمَاقَالُوْهُ تَعْلِيْلِهِ بِعِلَّةٍ

অর্থাৎ - ইবনে হাযম এছাড়া আরও হাদীসের হাফেজগন এই হাদীসটি সহীহ বলে গন্য করেছেন। সুতরাং, হাদিসটির মধ্যে কারো কোনো প্রকার দুর্বলতার অভিযোগ করার কোন সুযোগ নেই (তিরমিযী মুহাক্কাক, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা নং - ৪১)

pdf By Syed Mostafa Sakib

* ইবনে কাত্বান এই হাদীসটি সহীহ বলেছেন। (নাসবুরবায়াহ, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৩০১)

* ইমাম দারে কুতনীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

* ইবনে আদি 'কামিল' এ হাদীসটি সহীহ বলেছেন। (আলকাউকাবুদদুরী, পৃষ্ঠা নং - ১৩২)

* মোহ খালীল বারাস গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছে

অর্থাৎ - وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَّحَسَّنَهُ التِّرْمِذِى

এই হাদীসটি সহীহ এবং ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন। (হাশিয়া মুহাল্লা, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা নং - ২৯২)

* মৌঃ মোহাঃ আহমাদ শাকির গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছি -

অর্থাৎ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَمَاقَالُوْهُ فِىْ تَعْلِيْلِهٖ لَيْسَ بِعِلَّةٍ

এই হাদীসটি সহীহ আর যারা এতে ত্রুটি বর্ননা করেছে তা সঠিক নয়। কেননা হাদিসটি সম্পূর্ন ত্রুটিমুক্ত। (নুরুস্ সাবা, আঠ-মাসাইল)

হাদীস ঃ-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَافْتَتَحَ رَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِّنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা বিন আযিব থেকে বর্নিত, নিশ্চয় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন দুই হাত কান পর্যন্ত উচু করতেন তারপর নামাযের মধ্যে কোথাও দ্বিতীয়বার দুই হাত উঠাতেন না। (আবু দাউদ শরীফ, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১০৯। ত্বহাবী শরীফ, খন্ড নং - ১, পৃষ্ঠা নং - ১১০।)

ইমাম বুখারীর উস্তাদের লিখা হাদীসের কিতাব 'মুসান্নাফ ইবনে

অবি শায়বা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১০৯। মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা নং - ৭১। সুনানুল কুবরা বাইহাকী, খন্ড নং - ২, পৃষ্ঠা নং - ৭৭। সুনানে দারে কুতনী, খন্ড নং - ১, পৃষ্ঠা নং - ১১০। মুসনাদে হুমায়দি, খন্ড নং - ২, পৃষ্ঠা নং - ৩১৬। তাইসিরুল উসুল, খন্ড নং - ১, পৃষ্ঠা নং - ২৩৬। নাসবুর রায়াহ, খন্ড নং - ১, পৃষ্ঠা নং - ৪০২।

* উপরোল্লেখিত হাদীসটিও অন্যান্য হাদীসের মত রাফয়ে ইয়াদায়েন ত্যাগ করার প্রতি পরিষ্কার দলীল।

হাদীস ঃ-

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ تُرْفَعُ الْاَيْدِىْ فِىْ سَبْعِ مَوَاطِنَ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ وَاالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْمَوْقَفَيْنِ وَعِنْدَالْجَمْرِ

অনুবাদ ঃ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ননা করেন। হুযুর বলেন, সাতটি জায়গাতে রাফয়ে ইয়াদায়েন করা যাবে। ১) নামায আরম্ভ করার সময় (তাকবীরে তাহরীমার সময়)। ২) কা'বার সামনে মুখ করার সময়। ৩-৪) সফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপর। ৫-৬) মাউক্বাফাইন অর্থাৎ মিনা ও মুযদালিফাতে। ৭) এবং হাযরে আসওয়াদ-এর নিকট। (মাজমাউয্যাওয়াইদ, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা নং - ২৭২।)

দলীল প্রদর্শন ঃ-

শাইখুল ইসলাম বুরহানুদ্দিন আবুল হাসান আলি বিন আবুবকর আল-ফুরগানী রহমাতুল্লাহে আলাইহে "আল-হিদায়া" নামক ফিক্বহের গ্রন্থে উল্লেখিত হাদিসটি দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, হাদিসে উল্লেখিত সাতটি জায়গা যেখানে রাফয়ে ইয়াদায়েন করা যাবে তার মধ্যে তাকবীরে তাহরিমার উল্লেখ তো আছে, কিন্তু রুকুর পূর্বে ও পরে রাফয়ে ইয়াদায়েনের উল্লেখ নেই।

* ইমাম হাকিম ও বাইহাকী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এই মতো একটি হাদিস বর্ননা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছেন, যাতে - عِنْدَالْحَجَرِ -এর পরিবর্তে الْجَمْرَتَيْنِ অর্থাৎ হজব্রত পালনকালে প্রস্তর নিক্ষেপন জুমরা দু'টির সামনে রাফয়ে ইয়াদায়েন করা যাবে। কিন্তু রুকুর পূর্বে ও পরে রাফয়ে ইয়াদায়েনের উল্লেখ নেই।

* উল্লেখিত হাদিসটি ইমাম বুখারী 'কিতাবুল মুফরাদ' নামক হাদিস গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে কিছু পার্থক্যের সহিত বর্ননা করেছেন। কিন্তু রুকুর পূর্বে ও পরে রাফয়ে ইয়াদায়েনের উল্লেখ নেই।

* ইমাম তবরানীও এই মতটি পোষন করেছেন। কিন্তু তাতেও রুকুর পূর্বে ও পরে রাফয়ে ইয়াদয়েনের উল্লেখ নেই।

* অন্যান্য বর্ননায় ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আয্হার নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত অতিরিক্ত তাকবীরের সময় রাফয়ে ইয়াদায়েনের উল্লেখ রয়েছে যেটা আমরা করে থাকি। কিন্তু রুকুর পূর্বে ও পরে রাফয়ে ইয়াদায়েনর উল্লেখ নেই।

হাদীস ঃ-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَادَخَلَ فِىْ الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مُدًّا

অনুবাদ ঃ-

হযরত আবুহুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত। যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায শুরু করতেন তখন দীর্ঘভাবে (কান পর্যন্ত) রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। (আবু দাউদ শরীফ, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা নং - ১১০)

দলিল প্রদর্শন ঃ-

ইমাম আবু দাউদ উল্লেখিত হাদিসটি

(রাফায়ে ইয়াদায়েন) ((بَابُ مَنْ لَّمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَالرُّكُوْعِ))

অর্থাৎ, 'রুকুর সময় রাফায়ে ইয়াদায়েনের উল্লেখ নেই।' নামক অধ্যায়ে লিখেছেন। এতে বোঝা যায় যে, ইমাম আবু দাউদ রাহামাতুল্লাহে আলাইহের নিকটও উল্লেখিত হাদিসটি রাফায়ে ইয়াদায়েন ত্যাগ করার প্রতি পরিষ্কার

দলীল। সুতরাং, এই হাদিস দ্বারাও প্রমানিত যে, রাফয়ে ইয়াদায়েন শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় রয়েছে, রুকুর পূর্বে ও পরে নেই।

হাদীস ঃ-

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ اَلَا اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

অনুবাদ ঃ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বললেন (সাহাবাদের দলকে), আমি কি আপনাদেরকে রসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায পড়ে দেখিয়ে দিবো ? তারপর তিনি নামায পড়লেন এবং মাত্র একবার রাফয়ে ইয়াদায়েন করলেন।

(নাসাঈ শরীফ, খন্ড নং - ১, পৃষ্ঠা নং - ১৬১)

* রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যদি তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত অন্য কোথাও নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন তাহলে সাহাবী-এ রসুল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ অবশ্যই করে দেখাতেন।

হাদীস ঃ-

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ

অনুবাদ ঃ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বললেন, আমি কি আপনাদেরকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামাযের সংবাদ দিবো ? তারপর তিনি দাড়িয়ে নামায পড়লেন এবং প্রথমবার (তাকবীরে তাহরীমার সময়) রাফয়ে ইয়াদায়েন করলেন আর (নামাযের মধ্যে) দ্বিতীয় বার তা করলেন না।

(নাসাঈ শরীফ, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১৫৮)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস ঃ-

ইমাম বুখারীর উসতাদ ইবনে আবী শাইবা নিজের কিতাবে হাদিস লিখেন -

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ اَلَا اُرِيْكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا مَرَّةً

অনুবাদ ঃ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি কি আপনাদের কে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায পড়ে দেখাবো ? তারপর তিনি শুধুমাত্র একবার রাফয়ে ইয়াদায়েন করলেন।

(মুসান্নাফ্ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৩৬)

হাদীস ঃ-

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا عِنْدَافْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَلَا يَعُوْدُ لِشَيْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ

অনুবাদ ঃ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র নামায শুরু করার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। আর অন্য কোথাও সেটি (রাফয়ে ইয়াদায়েন) করতেন না।

(মুসান্নাফ্ আব্দুর রাজ্জাক, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ৭১)

(মুসনাদে ইমাম আযম, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৫০)

হাদীস ঃ-

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ

অনুবাদ ঃ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে

বর্নিত। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমাতে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন তারপর দ্বিতীয় বার করতেন না।

(তৃহাবী শরীফ, খন্ড -১, পৃষ্ঠা নং - ১৪৬)

হাদীস ঃ-

عَنْ بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا حَتّٰى يَفْرُغَ

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা ইবনে আযিব থেকে বর্নিত। নিশ্চয় নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায প্রারম্ভে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। তারপর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত (নামাজের মধ্যে) রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

(মুসান্নাফ্ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৭)

হাদীস ঃ-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهَا حَتّٰى انْصَرَفَ

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা বিন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। যখন তিনি নামায শুরু করতেন তখন রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। তারপর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

(আবু দাউদ শরীফ, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১১৬)

হাদীস ঃ-

عَنْ بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذٰى بِهِمَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ اِلٰى شَيْئٍ مِّنْ ذٰلِكَ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা বিন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি নবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখলেন। যখন তিনি নামায শুরু করলেন তখন হাত দুটিকে কান পর্যন্ত উঠালেন তারপর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয়বার কোথাও হাত উঠালেন না।

(দারে কুতনী, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৯৩)

হাদীস ঃ-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَبَّرَ لِاِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَ اِبْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِّنْ شَحْمَتَىْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করার জন্য প্রথমে তাকবীর পড়তেন তখন বৃদ্ধাঙ্গুলী দুটি দুইকানের নিম্নভাগের নিকট পর্যন্ত উঠিয়ে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। তারপর (সালাম ফেরানো পর্যন্ত) আর কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

(ত্বহাবী শরীফ, পৃষ্ঠা নং - ১১০)

হাদীস ঃ-

عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَافْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ حَتّٰى يَنْصَرِفَ

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা বিন আযিব থেকে বর্নিত : রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। তারপর সালাম ফেরানো পর্যন্ত করতেন না।

(মুসনাদে আবু য়া'লা, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ৯০)

হাদীস ঃ-

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَادَ تَحَاذِيَانِ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা বিন আযিব থেকে বর্নিত তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যখন নামায শুরু করলেন তখন তাকবীর বললেন এবং কান পর্যন্ত রাফয়ে ইয়াদায়েন করলেন। সেই নামাযের মাধ্যে দ্বিতীয়বার রাফয়ে ইয়াদায়েন করলেন না।

(মুসনাদ আবু য়া'লা, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ৯০)

হাদীস ঃ-

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ اِسْتَقْبَلَ الصَّلٰوةَ حَتّٰى رَأَيْتُ اِبْهَامَيْهِ قَرِيْبًا مِّنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা বিন আযিব থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখলাম যখন নামায শুরু করলেন তখন তাকবীর বললেন এবং কান পর্যন্ত রাফয়ে ইয়াদায়েন করলেন। সেই নামাযের মধ্যে দ্বিতীয়বার রাফয়ে ইয়াদায়েন করলেন না।

(মুসনাদ আবী য়া'লা, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ৯০)

হাদীস ঃ-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى سَاوَى بِهِمَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা বিন আযিব থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। যখন তিনি নামাযের জন্য দাঁড়ালেন তখন তাকবীর বলতেন এবং হাত দুটিকে দুই কান পর্যন্ত উঠালেন। অনুরূপ তিনি দ্বিতীয়বার করলেন না। (সুনান দারে কুতনী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৪)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস ঃ-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُرَى اِبْهَامَيْهِ قَرِيْبًا مِّنْ اُذُنَيْهِ

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা বিন আযিব থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন তখন হাত দুটিকে উঠাতেন। এমতাবস্থায় হুযুরের বৃদ্ধাঙ্গুলীদুটি দুই কানের কাছে দেখতে পাওয়া যেত।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ৭১)

হাদীস ঃ-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَىٰ اُذُنَيْهِ فِيْ اَوَّلِ مَرَّةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা বিন আযিব থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায পড়লাম। সুতরাং, হুযুর কান পর্যন্ত হাতদুটি উঠালেন তাকবীরে তাহরীমার সময়। তিনি দ্বিতীয়বার সেটার পুনরাবৃত্তি করেননি।

(অত্তামহীদ, খন্ড - ৯, পৃষ্ঠা - ২১৪)

হাদীস ঃ-

عَنْ بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَافْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَحَاذَيَانِ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা বিন আযিব থেকে বর্নিত তিনি বলেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন কান পর্যন্ত হাতদুটি উঠাতেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার (সালাম ফেরানো পর্যন্ত) আর হাত দুটি উঠাতেন না।

(আত্ তামহীদ, খন্ড - ৯, পৃষ্ঠা - ২১৫)

হাদীস ঃ-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা বিন আযিব থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। যখন নামায শুরু করলেন তখন হাতদুটিকে উঠালেন। তারপর (সালাম ফেরানো পর্যন্ত) দ্বিতীয়বার উঠালেন না।

(মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার লিল বাইহাকী, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ৪৯৪)

হাদীস ঃ-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَانَتَا تُحَاذِيَانِ بِاُذُنَيْهِ

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা বিন আযিব থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দুই কান পর্যন্ত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতে দেখলাম।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৪)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস ঃ-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَادَتَا تُحَاذِيَانِ بِاُذُنَيْهِ

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা বিন আযিব বলেন, "আমি নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে দুই কান পর্যন্ত হাতদুটি উঠাতে দেখলাম।"

হাদীস ঃ-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَافْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَ اِبْهَامَاهُ حِذَاءَ اُذُنَيْهِ

অনুবাদ ঃ-

হযরত বারা বিন আযিব থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখনই নিজের হাতদুটি উঠাতেন। এমনকি হুযুরের বৃদ্ধাঙ্গুলীদুটি কানের বরাবর হয়ে যেত। (মুসনদে আহমাদ, খন্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ৩০১)

তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত নামাযের মধ্যে অন্য কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করাকে ঘোড়ার লেজের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

হাদিস ঃ-

عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَارَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَالِىْ اَرَاكُمْ رَافِعِىْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَااَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اُسْكُنُوْافِى الصَّلٰوةِ

অনুবাদ ঃ-

হযরত জাবির বিন সামুরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট তশরীফ আনলেন। (তখন আমরা নফল নামাযে মগ্ন ছিলাম)। হুযুর বললেন, আমি একি দেখছি যে, তোমরা দুষ্টু ঘোড়ার লেজের মতো হাত উঠাচ্ছো। তোমরা নামাযের মধ্যে শান্তি বজায় রাখ। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতীত বারবার রাফয়ে ইয়াদায়েন করিও না।
(সহীহ মুসলিম, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১৮১ / সুনানে নাসাঈ, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১৭২ / সুনান আবু দাউদ শরীফ, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১৪৩)

দলীল প্রদর্শন ঃ-

* رواه مسلم ويفيدالنسخ এই হাদিসটি ইমাম মুসলিম বর্ননা করেছেন। এবং এই হাদিসটি তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত নামাযের মধ্যে অন্য কোথাও হাত উঠানো অর্থাৎ রাফয়ে ইয়াদায়েন রহিত (মানসুখ) হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

* এই হাদিস দ্বারা বোঝা গেলো সাহাবারা আগে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। তবেই তো রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন। "তোমাদেরকে আমি দুষ্ট ঘোড়ার লেজের মতো রাফায়ে ইয়াদায়েন করতে দেখছি। তোমরা নামাযের মধ্যে শান্তি বজায় রাখ।" নবী পাক যখন রাফায়ে ইয়াদায়েন বাদ দিয়ে নামাযের মধ্যে শান্তির সহিত থাকতে বলেছেন তখন সাহাবারা অবশ্যই অগ্রাহ্য করে রাফয়ে ইয়াদায়েন করা বাদ দিয়েছেন। কিন্তু গায়ের মুকাল্লিদগন নবী পাকের রাফয়ে ইয়াদায়েন বাদ না দিয়ে হানাফী জনসাধারনকে কেন ধোকা দিচ্ছে যেহেতু উল্লেখিত হাদিস দ্বারাও প্রমানিত যে, রাফয়ে ইয়াদায়েন রহিত হয়ে গিয়েছে।

* প্রিয় পাঠকগন, এই হাদিস দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন করাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নারায হন। এই জন্য নামাযের মধ্যে শান্তির সহিত থাকার আদেশ দিয়েছেন। বোঝো গেলো নামাযের মধ্যে গাইর মুকাল্লিদগনের চলমান রাফয়ে ইয়াদায়েন করা নামাযে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হাদিস ঃ-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَاَنِّىْ بِقَوْمٍ يَاْتُوْنَ مِنْ بَعْدِ يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ كَاَنَّهَااَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ

অনুবাদ ঃ-

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ননা করেন। হুযুর বলেন, আমার পরে এমন একটি দল আসবে যারা নামাযের মধ্যে দুষ্টু ঘোড়ার লেজের মতো রাফয়ে ইয়াদায়েন করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(আল জামেউস সাহীহ মুসনাদ আল ইমাম আর রাবী, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৪৫)
(আখবারুল ফোক্বহা ওয়াল মোহাদ্দিসীন, পৃষ্ঠা - ২১৪)

* উল্লেখিত হাদিস দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে তারা রাফয়ে ইয়াদায়েন করাকেই পরিপূর্ণ দ্বীন মনে করবে এবং রাফয়ে ইয়াদায়েনের আড়ালে নিজে পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে। নিজে বদ-আকিদা হবে এবং অপরকেও বদ-আকিদা করবে। এই হাদিস দ্বারা শাফাঈ এবং হাম্বালীদের উদ্দেশ্য করা হয় নি। কারন তাঁরা হলেন সহীহুল আক্বীদা সুন্নী।

হিজরতের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মদিনার নামায, যাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করেন নি।

হাদিস ঃ-

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَقَالَ كُنَّامَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ نَرْفَعُ اَيْدِيَنَا فِيْ بَدْءِ الصَّلٰوةِ وَفِيْ دَاخِلِ الصَّلٰوةِ عِنْدَالرُّكُوْعِ فَلَمَّا هَاجَرَالنَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ تَرَكَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِيْ دَاخِلِ الصَّلٰوةِ عِنْدَالرُّكُوْعِ وَثَبَتَ عَلٰى رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِيْ بَدْءِ الصَّلٰوةِ

অনুবাদ ঃ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমরা (সাহাবাগন রাদিয়াল্লাহু আনহুম) মক্কা মুকার্‌রামায় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামাযের প্রথম তাকবীর এবং রুকুর সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করতাম। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হিযরত করে মদীনা শরীফে তাশরীফ আনলেন তখন নামাযের মধ্যে রুকুর সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করা ত্যাগ করে দিলেন এবং শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করার প্রতি অটল থাকলেন।(আখবারুল ফুক্বাহা ওয়ালা মুহাদিসীন, পৃষ্ঠা - ২১৪)

হাদিস ঃ-

হযরত আবু মালিক আশআরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজের

কাওম (সম্প্রদায়) কে একত্রিত করে বললেন -

يَامَعْشَرَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اجْتَمِعُوْا

হে আশয়ারী কাওম একত্রিত হয়ে যাও।

اُعَلِّمُكُمْ صَلٰوةَ النَّبِيِّ ﷺ صَلّٰى لَنَا بِالْمَدِيْنَةِ

আমি তোমাদেরকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঐ নামাযের শিক্ষা দিবো যেটা তিনি আমাদেরকে মদিনায় পড়িয়ে ছিলেন। অতপর ধারাবাহিক শ্রেণী বদ্ধভাবে সারি বদ্ধ করে আগে বেড়ে তিনি নামায পড়াতে শুরু করলেন। فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ এবং নামাযের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদায়েন করে তাকবীর বললেন। তারপর সুরা ফাতেহা এবং আর একটি সুরা নিরবতার সহিত পাঠ করলেন। আবার তাকবীর বললেন এবং রুকু করলেন আর سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ 'সুব্‌হানাল্লাহে ওয়াবি হাম্‌দিহি' তিনবার বললেন এবং سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِيْدَهٗ (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলে সোজা দাড়িয়ে গেলেন। আবার তাকবীর বলে সাজদায় চলে গেলেন। আবার সাজদা থেকে মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বলে দ্বিতীয়বার সাজদায় গেলেন। তারপর তাকবীর বলে সোজা দাড়িয়ে গেলেন। সুতরাং তিনি রাফয়ে ইয়াদায়েন ব্যতীত শুধুমাত্র তাকবীর বলেই নামায পড়ালেন। তারপর কাওম -এর দিকে মুখ করে বললেন। আমার তাকবীর গুলিকে স্বরন করে নাও। আমার রুকু এবং সিজদাকে শিখে নাও। কেননা এটা হুযুরের ঐ নামায যেটা তিনি আমাদেরকে দিবালোকে পড়াতেন।

(মাজমাউয্ যাওয়াইদ, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ৩১৭ / মুসনাদে আহমাদ, খন্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ৩৪৩)

* উল্লেখিত হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে সহীহ রয়েছে।

* হাদিসের মধ্যে রুকু, সাজদা সব জায়গাতে তাকবীরের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু রাফয়ে ইয়াদায়েন শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় প্রমানিত। রুকুর পূর্বে ও পরে নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েনর বিষয় কোথাও প্রমানীত নয়।

* হযরত আবু মালিক আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মদিনার নামায পড়ে দেখিয়ে দিলেন। তবুও গায়ের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুকাল্লিদগন যদি এই নামাযের বিরধীতা করে তবে তাদের অন্ধ হওয়ায় কোন সন্দেহ নেই : সূর্যের আলোতে বাদুড় দেখতে না পেলে সুর্যের দোষ কি ? তবে হানাফী ভাইদের বলবো আপনারা তাদের নোংরা বেড়াজালে পড়বেন না।

নোট ঃ-

উপরোল্লোখিত হাদিসগুলি দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত নামাযের মধ্যে কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন না থাকার পরিষ্কার প্রমান হয়ে গিয়েছে। এবার সাহাবা এ কিরামদের আমল পেশ করা হল। যার দ্বারা এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, হানাফীদের নামায সুন্নাত বিরোধ নয়। বরং রসুলুল্লাহ ও সাহাবাদের শিক্ষা দেওয়া নামায। সুন্নাৎ মোতাবিক নামায।

ঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও প্রথম খালিফা আবুবকর সিদ্দিক এবং দ্বিতীয় খালিফা হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুমার আমল ঃ

হাদিস ঃ-

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ اِلَّا عِنْدَافْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَقَدْ قَالَ مَرَّةً فَلَمْ يَرْفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ بَعْدَالتَّكْبِيْرَاةِ الْاُوْلٰى

অনুবাদ ঃ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্নিত। তিনি বলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং আবুবাকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সাথে আমি নামায পড়লাম। কিন্তু তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত নামাযের মধ্যে তারা কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করেননি। আর এটাও বলা হয়েছে মাত্র একবার রাফয়ে ইয়াদায়েন করেছেন। প্রথম তাকবীরের পর আর তারা রাফয়ে ইয়াদায়েন করেন নি। (মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯)

হাদিস ঃ-

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ اِلَّا عِنْدَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

অনুবাদ ঃ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্নিত। আমি নামায পড়লাম রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং আবুবকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার পিছনে। তাঁরা নামায শুরু করার সময় ছাড়া অন্যথা নামাযের মধ্যে কোথাও হাত উঠাননি। (রাফয়ে ইয়াদায়েন করেন নি)।

(মারিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ৪৯৭)

হাদিস ঃ-

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَّمَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَرْفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ اِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى فِى افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

অনুবাদ ঃ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন আমি নামায পড়েছি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এবং আবুবকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সাথে। সুতরাং, নামায আরাম্ভ করার সময় তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত কোথাও তাঁরা হাত উঠাননি। (রাফয়ে ইয়াদায়েন করেন নি)।

(সুনানু দ্দারে কুতনী, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৫৯২)

প্রথম খালিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

হাদিস ঃ-

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ اِلَّا عِنْدَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَقَالَ اِسْحَاقُ وَبِهٖ نَاْخُذُ فِى الصَّلٰوةِ كُلِّهَا

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ ঃ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি নামায পড়েছি নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং আবুবকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার পিছনে ; তাঁরা নামায শুরু করার সময় ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করেন নি। মুহাদ্দিস ইমাম ইসহাক বলেন, আমরা প্রত্যেক নামাযে এই হাদিসেরই প্রতি আমল করি। অর্থাৎ নামায শুরু করার সময় শুধুমাত্র একবারই রাফয়ে ইয়াদায়েন করি।

(আলজওহারুন্ নকী, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৭৯)

দ্বিতীয় খালিফা হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

হাদিস ঃ-

عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِيْ شَيْئٍ مِّنْ صَلَاتِهٖ اِلَّا حِيْنَ اِفْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ عَبْدُالْمَلِكِ وَرَأَيْتُ الشَّعْبِىَ وَاِبْرَاهِيْمَ وَاَبَااِسْحَاقَ لَا يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ اِلَّا حِيْنَ يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ

অনুবাদ ঃ-

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত আসওয়াদ থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি নামায পড়েছি হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে। তিনি শুধুমাত্র নামায শুরু করার সময় হাতদুটি উঠিয়েছেন নামাযের মধ্যে অন্য কোথাও হাত উঠান নি। উক্ত হাদিসের সনদের একজন রাবী হযরত আব্দুল মালিক বলেন, আমি দেখেছি, ইমাম শা'বী, ইমাম ইব্রাহীম নাখঈ এবং ইমাম আবু ইসহাককে (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম)। তাঁরাও শুধুমাত্র নামায শুরু করার সময় হাতদুটি উঠাতেন। নামাযের মধ্যে কোথাও হাত দুটি উঠাতেন না।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৮)

(ত্বহাবী শরীফ, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১১১)

হাদিস ঃ-

عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ

অনুবাদ ঃ-

হযরত আসওয়াদ তাবেঈ থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি (নামাযের প্রথম তাকবীরে) হাতদুটি উঠাতে। তারপর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয়বার হাত উঠাননি।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৮)

* উপরোল্লেখিত হাদিস সম্পর্কে বলা হয়েছে - وَهُوَاَثَرٌ صَحِيْحٌ অর্থাৎ এই হাদিসটি সহীহ।

(আসারুস্ সুনান, পৃষ্ঠা নং - ১৩৬)

* قَالَ الْإِمَامُ الطَّحَاوِىُّ هُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

অর্থাৎ ইমাম ত্বহাবী বলেন। এই হাদিসটি সহীহ।

(ত্বহাবী, খন্ড নং - ১, পৃষ্ঠা নং - ১৬৪)

* আলজাও হারুন্ নাক্বী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৭৫ -এ বলা হয়েছে - وَهٰذَاالسَّنَدُاَيْضًا صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ

এই হাদিসের সনদও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সাহীহ।

তৃতীয় খালিফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

ইমাম মারদিনী বলেন -

لَمْ اَجِدْ اَحَدًاذَكَرَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فِىْ جُمْلَةِ مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الرُّكُوْعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ

অর্থাৎ হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে রুকুর পূর্বে ও পরে রাফয়ে ইয়াদায়েন কারীদের মধ্যে কেউ গন্য করেন নি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(আল জাওহারুন নাক্বী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৮০)

আর উমদাতুল ক্বারী শারাহ বুখারী, খন্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ৩৭৯ -এ বলা হয়েছে, হযরত উসমান গানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও অন্যান্য খালিফাগনের মত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না। এই জন্যই যে, তিনি ও আশারা-এর মুবাশ্‌শারাহদের মধ্যে একজন আর তারা রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

চতুর্থ খালিফা হযরত আলি রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

হাদিস ঃ-

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رَفَعَ يَدَيْهِ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيْمَاسِوٰى ذٰلِكَ

অনুবাদ ঃ-

হযরত আসিম বিন কুলাইব নিজের পিতা থেকে হাদিস বর্ননা করেন। তিনি বলেন, হযরত আলি বিন আবুতালিবকে ফরয নামাযের প্রথম তাকবীরের সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করতে দেখেছি। তারপর আর রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৭)

* উল্লেখিত হাদিস সম্পর্কে ইমাম যায়লাঈ বলেন -

وَهُوَاَثَرٌ صَحِيْحٌ

এই হাদিসটি সাহীহ। (নাসবুর রায়া, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা ৪০৬)

হাদিস ঃ-

حَدَّثَنَاعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدَهُ

অনুবাদ ঃ-

হযরত আসিম বিন কুলাইব নিজের পিতা থেকে হাদিস বর্ননা করেন নিঃসন্দেহে হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযের প্রথম তাকবীরে হাতদুটি উঠাতেন। তারপর পূর্ন নামাযে দ্বিতীয়বার উঠাতেন না।

(ত্বহাবী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা -১৬৩)

قَالَ الْاِمَامُ الطَّحَاوِىُّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَحَدِيْثُ عَلِىٍّ اِذَاصَحَّ فِيْهِ اَكْبَرُالْحُجَّةِ لِقَوْلِ مَنْ لَّا يَرَىٰ الرَّفْعَ

অর্থাৎ

হযরত ইমাম ত্বহাবী বলেন। যখন হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস সাহীহ প্রমান হয়েগিয়েছে তো এতে তাদের জন্য বড় দলীল রয়েছে যারা রাফয়ে ইয়াদায়েন করেন না।

(ত্বহাবী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা -১৬৩)

قَالَ الْعَلَّامَةُ الزَّيْلَعِىُّ وَهُوَ اَثَرٌ صَحِيْحٌ

হযরত আল্লামা ইমাম যায়লাঈ বলেন। এই হাদিসটি সাহীহ।

(আল জাওহারুন নাক্বী, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা নং - ৭৮)

হাদিস ঃ-

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَافْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ

অনুবাদ ঃ-

হযরত কুলাইব থেকে বর্নিত। নিশ্চয় হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নামায শুরু করতেন তখন হাতদুটি উঠাতেন তারপর দ্বিতীয়বার পূর্ন নামাযে কোথাও উঠাতেন না।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৭)

হাদিস ঃ-

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ عَلِىِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ كَانَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى اِلٰى يَفْتَتِحُ بِهَاالصَّلٰوةَ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا فِى شَىْءٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ

অনুবাদ ঃ-

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র হযরত কলাইবের পুত্র আসিম তাঁর পিতা হতে বর্ননা করেন যে, হযরত আলি বিন আবু তালিব নামায শুরু করার সময় প্রথম তাকবীরে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। তারপর নামাযের মধ্যে কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

(কিতাবুল হুজ্জা আলা আহল্লি মাদিনা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৭৫)

قَالَ الْعَيْنِىُّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِسْنَادُحَدِيْثِ عَاصِمِ ابْنِ كُلَيْبٍ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ

হযরত আল্লামা আইনী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে বলেন। আসিম বিন কুলাইব এর হাদিসের সনদ ইমাম মুসলিম এর শর্তানুযায়ী সাহীহ।

(উমদাতুল ক্বারী শারাহ বুখারী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা - ৩৮২)

আশারায়ে মুবাশ্‌রাহ তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

হাদিস ঃ-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ اَلْعَشَرَةُ الَّذِيْنَ شَهِدَ هُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ مَا كَانُوْايَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ اِلَّا فِى افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

অনুবাদ ঃ-

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, দশজন সাহাবা (আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ) যাদেরকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (দুনিয়াতে) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, তাঁরা নামায শুরু করার সময় প্রথম তাকবীর ব্যাতিত অন্য কোথাও হাত উঠাতেন না।

(উমাদাতুল ক্বারী শারাহ বুখারী, খন্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ৩৮০)

* "আশারায়ে মুবাশ্‌শারা" দ্বারা ঐ দশজন সাহাবাদের বোঝানো হয় যাদেরকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একই মজলিসে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

তাঁদের নাম হল যথাক্রমে -

১) হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। ২) হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৩) হযরত উসমান গানী রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৪) হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৫) হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৬) হযরত যুবাইয়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৭) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৮) হযরত সা'দ ইবনে আবী আক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৯) হযরত আবু ওবাইদাহ ইবনে যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। ১০) হযরত আবু ওবাইদাহ ইবনে জার্‌রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। এই দশজন সাহাবাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

হাদিস ঃ-

اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّىْ بِهِمْ فَكَبَّرَ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ قَالَ اَبُوْ جَعْفَرٌ وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ قَالَ مُحَمَّدٌ اَلسُّنَّةُ اَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ فِىْ صَلٰوتِهٖ كُلَّمَا خَفَضَ وَكُلَّمَا رَفَعَ وَاِذَااِنْحَطَّ لِلسُّجُوْدِ كَبَّرَ وَاِذَااِنْحَطَّ لِلسُّجُوْدِالثَّانِىْ كَبَّرَوَاَمَارَفْعُ الْيَدَيْنِ فِىْ الصَّلٰوةِ فَاِنَّهُ يَرْفَعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَالْاُذُنَيْنِ فِى ابْتِدَاءِ الصَّلٰوةِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَا يَرْفَعُ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الصَّلٰوةِ بَعْدَذٰلِكَ وَفِىْ ذٰلِكَ آثَارٌ كَثِيْرَةٌ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ ঃ-

উল্লেখিত হাদিসের রাবী হযরত মুজমির ও আবু জা'ফর বলেন যে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে নামায পড়াতেন এবং প্রত্যেকটি নামাযের অবস্থান পরিবর্তনের সময় শুধুমাত্র তাকবীর পাঠ করতেন। হযরত আবু জা'ফর বলেন, যখন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু নামায শুরু করতেন তখনই তাকবীর বলে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। ইমাম মোহম্মাদ রাহমাতুল্লাহে আলাইহে বলেন, সুন্নাৎ হল এই যে, মানুষ যখন নামাযের অবস্থান পরিবর্তন করে, এমনকি প্রথম ও দ্বিতীয় সিজদার দিকে যাবে তখন তাকবীর বলবে। আর নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েনর বিধানটি হল - নামায শুরু করার সময় একবার কান পর্যন্ত হাতদুটি উঠাবেন। তারপর নামাযের মধ্যে আর কোথাও হাতদুটি উঠাবেন না। এই বিষয়ে বহু হাদিস বিদ্যমান। (ইমাম মোহাম্মাদ, পৃষ্ঠা - ৮৮)

হাদিস ঃ-

عَنْ اَبِیْ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّیْ بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَاِذَانْصَرَفَ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّیْ لَاَشْبَهُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুবাদ ঃ-

হযরত আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান বলেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাদেরকে নামায পড়াতেন তখন প্রত্যেকটি অবস্থান পরিবর্তনের সময় শুধু তাকবীর বলতেন। যখন তিনি সালাম ফেরালেন তখন বললেন, আল্লাহর কসম, নিশ্চয় আমার নামায রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে তোমাদের নামাযের চেয়ে বেশি সাদৃশ্য।

(সুনানুল কুবরা, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ১০৩)

(সাহীহ বুখারী, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৭২)

* উপরোলেখিত হাদিসে নামাযের মধ্যে অবস্থান পরিবর্তনের সময় তাকবীর বলার উল্লেখ আছে। কিন্তু রাফয়ে ইয়াদায়েনর কোন উল্লেখ নেয়। বোঝো গেলো হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযের মধ্যে কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমাও তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

হাদিস ঃ-

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَرَضِیَ اللّٰهُ عَنْه فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِی التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰی مِنَ الصَّلٰوةِ

অনুবাদ ঃ-

হযরত মুজাহিদ থেকে বর্নিত তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার পিছনে নামায পড়লাম। কিন্তু তিনি নামাযের প্রথম তাকবীর ব্যাতিত কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করেন নি।

(শারাহ মা'নিল আসার, খন্ড-১, পৃষ্ঠা - ১৬৩)

হাদিস ঃ-

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَيَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِیْ اَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ

অনুবাদ ঃ-

হযরত মুজাহিদ থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে নামায শুরু করার সময় প্রথম তাকবীর ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতে আমি দেখিনি।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৮)

হাদিস ঃ-

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِبْنِ حَكِيْمٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذَاءَ اُذُنَيْهِ فِیْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةِ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيْمَا سِوٰی ذٰلِكَ

অনুবাদ ঃ-

হযরত আব্দুল আজীজ বিন হাকিম থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে দেখলাম তিনি নামায শুরু করে প্রথম তাকবীরে হাতদুটি কান পর্যন্ত উঠালেন। এছাড়া নামাযের মধ্যে কোথাও হাতদুটি উঠালেন না।(মুতা ইমাম মুহাম্মাদ, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৯৩)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমাও তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

হাদিস ঃ-

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ مَايَسْتَفْتِحُ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا

অনুবাদ ঃ-

হযরত ইব্রাহিম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ননা করেন, তিনি নামায শুরু করার সময় হাতদুটি উঠাতেন। তারপর (নামাযের মধ্যে কোথাও) হাতদুটি উঠাতেন না। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৭)

হাদিস ঃ-

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ قَالَ كَانَ عَبْدُاللّٰهِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ اِلَّا فِى الْاِفْتِتَاحِ

অনুবাদ ঃ-

হযরত ইব্রাহিম নাখঈ থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নামাযের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। এছাড়া কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না। (তৃহাবী শরীফ, খন্ড-১, পৃ.-১৬৪)

হাদিস ঃ-

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ شَىْءٍ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدَ

অনুবাদ ঃ-

হযরত ইব্রাহিম নাখঈ থেকে বর্নিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ নামায শুরু করার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। তারপর (সালাম ফেরানো পর্যন্ত) কোথাও দ্বিতীয় বার রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৭১)

হাদিস ঃ-

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَاافْتَتَحَ الصَّلٰوةَ

অনুবাদ ঃ-

হযরত ইব্রাহিম নাখঈ থেকে বর্নিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ

রাদিয়াল্লাহু আনহুমা শুধুমাত্র নামায শুরু করার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। (কিতাবুল হুজ্জাহ, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৭৬)

অসংখ্য সাহাবা-এ কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

কুফা শহরেই দেড় হাজার (১৫০০) -এর অধিক সাহাবা-এ কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম বসবাস করতেন। যাঁদের মধ্যে সত্তর (৭০) জন বদরী ও তিনশত (৩০০) জন বাইয়াতে রিদ্বওয়ান সাহাবা-এ কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমও ছিলেন। ইমাম সাখাবী রহমাতুল্লাহে আলাইহের ব্যাখ্যানুযায়ী এর থেকেও অধিক সাহাবা-এ কিরাম কুফা শহরে বসবাস করতেন। ইমাম তিরমিযী এবং এমমা আবু আব্দুল্লাহ আল-মারুযী -এর ব্যাখ্যানুযায়ী অসংখ্য সাহাবা-এ কিরাম যাঁরা কুফা শহরের পুরাতন বাসিন্দা ছিলেন তাঁরাও রুকু ও সিজদার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না। তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করা এবং রুকু ও সিজদার সময় রফয়ে ইয়াদায়েন না করা সাহাবা-এ কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের কাওলী ও ফে'লী সুন্নাৎ রয়েছে। আর এটাই হল 'স্বলাতুর রসূল' রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহের নামায। যার প্রতি আহলে সুন্নাৎ ওয়াল জামাত হানাফীগন আমল করেন।

ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহে আলাইহে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্নিত তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন না করার স্বপক্ষে হাদিস লিখার পর বলেন।

حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَبِهٖ يَقُوْلُ غَيْرُوَاحِدٍمِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَهُوَقَوْلُ سُفْيَانَ وَاَهْلُ الْكُوْفَةِ

অর্থাৎ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদিস "হাদিসে-হাসান"। আর অসংখ্য আলিমগন, সাহাবা-এ কিরাম ও তাবেঈনগন তাকবীরে তাহরীমা

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না। আর এ কথা হাদিস ও ফিক্বহের ইমাম হযরত সুফয়ান সওরী ও কুফা বাসীগন ও বলতেন।

(তিরমিযী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা - ৫৯)

ইমাম আহমাদ আল-আযালী আল-কুফী বলেন।

نَزَلَ الْكُوْفَةَ اَلْفَ وَخَمْسُ مِائَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

অর্থাৎ - কুফায় ১৫০০ জন সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন।

(তারীখ আস-সক্বাত লিল-আজালী, পৃষ্ঠা - ৫১৭)

এবং ইমাম ইব্রাহীম বলেন -

هَبَطَ الْكُوْفَةَ ثَلاثُ مِائَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَخَمْسُ مِائَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

অর্থাৎ - ৩০০ জন বাইয়াতে রিযওয়ান এবং ৭০ জন বদরী সাহাবা-এ কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম কুফায় ছিলেন।

(ত্ববক্বাত লি- ইবনে সা'দ, খন্ড-৬, পৃষ্টা-৪)

উপরোল্লেখিত আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বদরী ও বাইয়াতে রিযওয়ান সহ ১৫০০ জনেরও অধিক সাহাবা-এ কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

-ঃ বিখ্যাত তাবেঈন, মুহাদ্দেসীন ও ফক্বীহগনের আমল ঃ-

হযরত ইব্রাহীম নাখঈ বিখ্যাত তাবেঈও তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না। বরং নামাযের মধ্যে অন্য কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করতে নিষেধ করতেন।

عَنْ حَمَّادٍعَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىَ قَالَ لَا تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلٰوةِبَعْدَالتَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى

অনুবাদ ঃ- হযরত ইব্রাহীম নাখঈ বলেন হযরত হাম্মাদকে। তুমি নামাযের মধ্যে প্রথম তাকবীর ব্যাতিত কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করবে না।

(মুতা ইমাম মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা নং - ৯২)

عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ يُرْفَعُ يَدَيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ

অনুবাদ ঃ- হযরত হাম্মাদ থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইব্রাহীমকে রাফয়ে ইয়াদায়েন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাফয়ে ইয়াদায়েন শুধুমাত্র প্রথমবার রয়েছে। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময়।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, খন্ড-২, পৃষ্ঠা - ৭১)

عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ

অনুবাদ ঃ- হযরত আসওয়াদ বলেন যে, "প্রথম তাকবীরে দুই হস্ত উত্থিত, তার পুনরাবৃত্তি করতেন না।" এমনটাই হযরত ইব্রাহীমকে করতে দেখেছি।

(শারাহ মা'নি আল-আসার, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১৬৪)

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا كَبَّرْتَ فِىْ فَاتِحَةِ الصَّلٰوةِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ ثُمَّ لَا تَرْفَعْهُمَا فِيْمَا بَقِىَ

অনুবাদ ঃ- বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইব্রাহীম নাখঈ বলতেন। নামাযের শুরুতে যখন তাকবীর পড়ো তখন রাফয়ে ইয়াদায়েন করো। তারপর অবশিষ্ট নামাযের মধ্যে কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করিও না।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড -১, পৃষ্ঠা - ২৬৭)

عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَا تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ اِلَّا فِى افْتِتَاحَةِ الْاُوْلٰى

অনুবাদ ঃ- হযরত মুগিরা থেকে বর্নিত, হযরত ইব্রাহীম নাখঈ বলেন, তুমি প্রথম তাকবীরে নামায শুরু করার সময় ব্যাতিত নামাযের মধ্যে কোথাও তোমার হাতদুটিকে উঠাবে না।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৭)

* ইমাম যাহবী বলেন। হযরত ইব্রাহীম নাখঈ রহমাতুল্লাহে আলাইহে হাদিসসমূহের উন্নত মানের যাচাইকারী ছিলেন। তিনি উলামা এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাদ্দীসগনের মধ্যে মর্যাদা সম্পন্ন উচ্চমানের একজন।
(তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৬৯)

* হযরত ইব্রাহীম নাখঈ তাবেঈ রহমাতুল্লাহে আলাইহে হাদিসসমূহের উন্নতমানের যাচাই কারী ও বিজ্ঞ হওয়ায় এই বিষয়ে সমস্ত প্রকার হাদিসগুলিকে যাচাই করার পর নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন ত্যাগ করার স্বপক্ষে বর্নিত হাদিসগুলিকে একমাত্র আমলের উপোযাগী গন্য করে আমল করতেন। আর রাফয়ে ইয়াদায়েনের স্বপক্ষ্যে বর্নিত হাদিসকে মানসুখ ('রহিত') গন্য করে নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন করা ত্যাগ করেছিলেন।

হযরত খাইসমা তাবেঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ وَّاِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَا لَايَرْفَعَانِ اَيْدِيَهُمَا اِلَّا فِىْ بَدْءِ الصَّلَاةِ

অনুবাদ ঃ- হযরত ত্বালহা বলেন। হযরত খাইসমা ও ইব্রাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নামাযের প্রারম্ভ ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না
(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৭)

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা তাবেঈ রাদিয়াল্লাহু আনহুমও তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ كَانَ ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى يَرْفَعُ يَدَيْهِ اَوَّلَ شَىْءٍ اِذَا كَبَّرَ

অনুবাদ ঃ- (ইমাম বুখারীর উসতাদ লিখেন) হযরত সুফয়ান বিন মুসলিম জুহনী বলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী লায়না রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু মাত্র নামায শুরু করার সময় যখন তিনি তাকবীর বলতেন তখনই রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন।
(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা - ২৬৮)

* ইমাম তিরমিযী বলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা তাবেঈ ১২০ জন সাহাবা -এ কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন
(তিরমিযী শরীফ, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ১৮২)

* এতবড় বিখ্যাত তাবেঈ নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না কারন, তিনি দেখেছেন সাহাবা এ কিরামের জামাতও নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইমাম শা'বী রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

عَنِ الْعَشْعَثِ عَنِ الشَّعْبِىِّ اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ التَّكْبِيْرَةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا

হযরত আশআস থেকে বর্নিত, হযরত শা'বী তাবেঈ প্রথম তাকবীরে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। তারপর করতেন না।
(মুসান্নাফ ইবনে আ'বী শাইবা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৭)

عَنِ الْاَسْوَدِ وَقَالَ رَاَيْتُ الشَّعْبِىَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ (يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ)

অনুবাদ ঃ- হযরত আসওয়াদ বলেন: "হযরত ইমাম শা'বী তাবেঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম তাকবীরে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন, তারপর আর করতেন না" তাকে আমি এমতোই করতে দেখেছি।
(শারাহ মা'নি-আল আসার, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১৬৮)

* ইমাম বুখারী লিখেছেন হযরত ইমাম শা'বী তাবেঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন -

قَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيْبًامِّنْ سَنَتَيْنِ اَوْ سَنَةً وَّنِصْفٍ

অর্থাৎ আমি হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সহচর্যে দুই-দেড় বছর শিক্ষা অর্জন করেছি। (সহীহ বুখারী, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ১৭৯)

* হযরত ইমাম শা'বী তাবেঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫০০ জন সাহাবা এ কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। (আল আকমাল, পৃ-১৬)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরোল্লেখিত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় যে, শত শত সাহাবা -এ কিরাম বিশেষ করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না। এই জন্য তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইমাম শা'বী তাবেঈও নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

হযরত আসওয়াদ ও আলক্বামা তাবেঈ রাদিয়াল্লাহু আনহুমাও তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ اَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ اَيْدِيَهُمَا اِذَا افْتَتَحَا ثُمَّ لَا يَعُوْدَانِ

অনুবাদ ঃ- হযরত জাবের থেকে বর্নিত। হযরত আসওয়াদ তাবেঈ ও হযরত আলক্বামা তাবেঈ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নামায শুরু করার সময় (তাকবীরে তাহরীমার জন্য) রাফয়ে ইয়াদাধেন করতেন। তারপর দ্বীতিয়বার করতেন না।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৮)

* ইমাম শা'বী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন।

اِنْ كَانَ اَهْلُ بَيْتٍ خُلِقُوْا لِلْجَنَّةِ فَهُمْ هٰؤُلَاءِ الْاَسْوَدُ وَعَلْقَمَةُ وَمَسْرُوْقٌ

অর্থাৎ - যদি কোন গোষ্ঠী (সাহাবাদের পর) জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তবে তাঁরা হলেন, হযরত আসওয়াদ, হযরত আলক্বামা এবং হযরত মাসরুক্ব রাদিয়াল্লাহু আনহুম। (আল আকমাল, পৃষ্ঠা- ৩৫)

হযরত ইমাম ক্বাইস তাবেঈ রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ كَانَ قَيْسٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اَوَّلَ مَا يَدْخُلُ فِى الصَّلٰوةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا

অনুবাদ ঃ- হযরত ইসমঈল থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, হযরত কাইস তাবেঈ

নামায শুরু করার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। অতপর আর করতেন না। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৭)

* তিনি আশারা -এ মুবাশশারাত সাহাবা কিরামদের দেখেছেন।
(ফাইযুল বারী, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ২৩২)

* হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেছেন যে, তাবেঈনদের মধ্যে আবু ওসমান হিন্দী এবং কাইস্ বিন আবী হাযিমের চেয়ে বেশী মর্যদাশীল আমি কাউকে জানি না।
(শারাহ মুসলিম , খন্ড - ১, পৃ- ৯)

* যদি সাহাবা-এ কিরামদের রাফয়ে ইয়াদায়েন করতে দেখতেন তবে তিনি অবশ্যই নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন কিন্তু তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত তিনি রাফয়ে ইয়াদায়েন নামাযের মধ্যে কোথাও করেন নাই। বোঝা গেলো সাহাবা-এ কিরামগনও নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

হযরত আবু ইসহাক তাবেঈও তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

আব্দুল মালিক বলেন যে, আমি আবু ইসহাককে শুধু মাত্র নামায শুরু করার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করতে দেখেছি। তারপর আর করেন নি। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৮)

قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ بِهٖ نَأْخُذُ فِى الصَّلٰوةِ كُلِّهَا

হযরত আবু ইসহাক নিজেই বলেন আমি প্রত্যেক নামাযে এটাই করি। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করি। তারপর আর করি না। (সুনান দারু কুতনী, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৯৫)

pdf By Syed Mostafa Sakib

* ইমাম নুদী লিখেন যে, হযরত আবু ইসহাক ৩৮ জন সাহাবা -এ - কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের কাছে হাদিস শ্রবন করেছেন

ইমাম বুখারীর উসতাদ আলি বিন মাদিনী বলেন : আবু ইসহাক তাবেঈ ৭০ অথবা ৮০ জন সাহাবাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ননা করেছেন

(শারাহ মুসলিম, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৯)

হযরত আলি ও হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ছাত্ররাও তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না

عَنْ اَبِیْ اِسْحَاقَ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ عَبْدِاللّٰهِ وَاَصْحَابُ عَلِیٍّ لَا یَرْفَعُوْنَ اَیْدِیَهُمْ اِلَّا فِی افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ قَالَ وَكِیْعٌ ثُمَّ لَا یَعُوْدُوْنَ

অনুবাদ ঃ- হযরত আবু ইসহাক তাবেঈ থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ও আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ছাত্ররা নামাযের শুরুতে (তাকবীরে তাহরীমা) ব্যাতিত কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না। একথা হযরত ওয়াকি বলেন যে, দ্বীতিয়বার পুরো নামাযের মধ্যে কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৭)

ইমাম মালিকের মাযহায নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন না করার স্বপক্ষ্যে

قَالَ مَالِكٌ لَااَعْرِفُ رَفْعَ الْیَدَیْنِ فِیْ شَیْءٍ مِّنْ تَكْبِیْرَةِ الصَّلٰوةِ لَا فِیْ خَفْضٍ وَّلَا فِیْ رَفْعٍ اِلَّا فِیْ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

অনুবাদ ঃ- ইমাম মালিক বলেন, নামাযের প্রথম তাকবীর ব্যাতিত নামাযের অবস্থান পরিবর্তনের সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন কি ? তা আমি জানি না। অর্থাৎ প্রথম তাকবীর ব্যাতীত নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন করা আমার

মাযহাব নয়। (সুনানুল কুবরা, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১৬৫)

اِنَّ مَالِكًا رَجَّحَ تَرْكَ الرَّفْعِ لِمُوَافَقَةِ عَمَلِ اَهْلِ الْمَدِیْنَةِ

* অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইমাম মালিক নামযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন পরিত্যাগ করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মাদিনা বাসীগনের আমলের সাথে সাদৃশ্যের জন্য। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ)

* ইমাম নুদী বলেন , ইমাম মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রাফয়ে ইয়াদায়েন সম্পর্কনীয় যত বর্ননা এসেছে ঐ সবের মধ্যে বেশী প্রসিদ্ধ হল ইবনে কাসিমের রাফয়ে ইয়াদায়েন ত্যাগ করার স্বাপক্ষে বর্ননাগুলি।

(শারাহ মুসলিম, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১৬৮)

* হাফিয ইবনে হাজার বলেন মালেকী মতাবলম্বীদের ফতুয়া ইমাম মালিক থেকে বর্নিত ইবনে কাসিমের বর্ননার ভিত্তিতে হয়। যদিও তা মো'তা ইমাম মালিকের মোতাবেক হওক কিংবা না হওক।

(তা'জিলুল মুনাক্কাহ, পৃষ্ঠা - ৪)

রাফয়ে ইয়াদায়েন সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত

رَفْعُ الْیَدَیْنِ بَعْدَالْاِفْتِتَاحِ فِی الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَالنَّافِلَةِ سِوٰی الْوِتْرِ وَالْعِیْدَیْنِ مَنْسُوْخٌ وَمَتْرُوْكٌ وَمَمْنُوْعٌ

বেতর এবং ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফেৎরের নামায ব্যাতিত তাকবীরের তাহরীমার পর ফরয, নফল সমস্ত প্রকার নামাযে রাফয়ে ইয়াদায়েন করা হানাফী মাযহাবে নিসিদ্ধ ও সুন্নাৎ বিরোধী এবং নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েনের আমলটিও পরিত্যাক্ত ও রহিত।

এই বিষয়ে ইমামে আযাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

থেকে আজ পর্যন্ত উলামা-এ-কিরাম অসংখ্য দলীল পেশ করেছেন। যেমন, - ইমামুল আইম্মা ইমাম আযম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযের মাসাইলের প্রতি বিস্তারিত আলোচনামূলক কিতাব "الصَّلٰوةُ المعروف كتاب العروس لابى حنيفه" "আস্ স্বলাতুল মা'রূফ কিতাবুল আরুস লি আবি হানিফা।" যাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন নিসিদ্ধ হওয়ার প্রতি অকাট্য অতুলনীয় দলীল পেশ করেছেন।

* মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ ইমাম আবু জা'ফর ত্বাহাবী রহমাতুল্লাহে আলাইহে سنن الطحاوى ومشكل الاثار 'সুনানুত ত্বহাবী এবং মুশকিলুল আসার' নামাক কিতাবে সাহীহ হাদিসসমূহ পেশ করেছেন। যাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন রহিত হওয়ার বিস্তারিত প্রমান বিদ্যমান রয়েছে।

* ইমাম আবুল হাসান কুদুরী- " كتاب التجريد " 'কিতাবুত্তাজরীদ' -এ সাহীহ হাদিস সমূহ পেশে করে নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমান দিয়েছেন।

* ইমাম সরখসী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে المبسوط 'আল-মাবসূত'-এ সমস্ত প্রকার সাহীহ হাদিসগুলো পেশ করে নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন নিষিদ্ধ হওয়ার সুদৃঢ় প্রমান দিয়েছেন।

* ইমাম আবুবকর কাসানী রহমাতুল্লাহে আলাইহে "بدائع الصنائع" নামাক কিতাবে তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি অনেক সাহীহ হাদীস পেশ করেছেন।

* ইমাম যাইলাঈর " نصب الرايه " নামক কিতাবে তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন ত্যাগ করার স্বপক্ষে সাহীহ হাদিস সমূহ প্রমানিত।

ইমামুল আইম্মা ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আউযাঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহিমার রাফয়ে ইয়াদায়েন কেন্দ্রিক মুনাযারা

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ اِجْتَمَعَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالْاَوْزَعِىُّ فِىْ دَارِ الْخَيَاطِيْنَ بِمَكَّةَ فَقَالَ الْاَوْزَاعِىُّ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ مَابَالُكُمْ لَا تَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَكُمْ فِى الصَّلٰوةِ عِنْدَالرُّكُوْعِ وَعِنْدَالرَّفْعِ مِنْهُ فَقَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ لِاَجْلِ اَنَّهُ لَمْ يَصِحْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ اِذَاافْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَعِنْدَالرُّكُوْعِ وَ عِنْدَالرَّفْعِ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ اَبُوْحَنِيْفَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌعَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَايَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَلَا يَعُوْدُلِشَىْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ فَقَالَ الْاَوْزَاعِىُّ اُحَدِّثُكَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَتَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لَهُ اَبُوْحَنِيْفَةَ كَانَ حَمَّادُاَفْقَهُ مِنَ الزُّهْرِىْ وَكَانَ اِبْرَاهِيْمُ اَفْقَهُ مِنْ سَالِمٍ وَعَلْقَمَةُ لَيْسَ بِدُوْنِ ابْنَ عُمَرَ فِى الْفِقْهِ وَاِنْ كَانَتْ لِاِبْنِ عُمَرَ صُحْبَةٌ وَلَهُ فَضْلُ الصُّحْبَةِ وَالْاَسْوَدِ لَهُ فَضْلٌ كَثِيْرٌ وَعَبْدُاللّٰهِ هُوَ عَبْدُاللّٰهِ فَسَكَتَ الْاَوْزَاعِىُّ

অনুবাদ ঃ- হযরত সুফয়ান বিন উয়াইনা থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, হযরত ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আউযাঈর পরস্পরে সাক্ষাৎ হল মক্কায় গমের হাটে। ইমাম আউযাঈ ইমাম আবু হানিফাকে বললেন। আপনি নামাযের মধ্যে রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন কেন করেন না ?

ইমাম আবু হানিফা উত্তরে বললেন, এই জন্য যে, রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করার স্বপক্ষে

pdf By Syed Mostafa Sakib

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে কোন সাহীহ হাদিস বর্নিত হয় নি।

তারপর ইমাম আবু হানিফা ইমাম আউযাঈকে বললেন, আমাকে হাদিস বর্ননা করেছেন হযরত হাম্মাদ, তিনি ইব্রাহীম নাখঈ থেকে, তিনি হযরত আলকামা থেকে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শুধু মাত্র নামায শুরু করার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন তারপর কোথাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

ইমাম আউযাঈ বললেন, আমি (রাফয়ে ইয়াদায়েন স্বপক্ষ্যে) আপনাকে হাদিস বর্ননা করছি হযরত যোহরী থেকে, তিনি সালিম থেকে, তিনি নিজ পিতা থেকে, তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে। আর আপনি বর্ননা করেছেন হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে (সুতরাং আপনি আমার পেশ করা হাদিস কেন গ্রহন করেন নাই)।

ইমাম আবু হানিফা আউযাঈকে উত্তরে বললেন, এই জন্য যে, আমার পেশ করা হাদিসের রাবী হাম্মাদ, আপনার পেশ করা হাদিসের রাবী যোহরী থেকে বেশি ফাক্বীহ (জ্ঞানী) এবং হযরত ইব্রাহীম, সালিম থেকে বেশী জ্ঞানী আর আলকামা, ইবনে উমার থেকে কিছুতে কম নয়। যদিও ইবনে উমার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসঙ্গী প্রাপ্ত। আর হযরত আসওয়াদ এর অনেক ফযীলত রয়েছে। আর আব্দুল্লাহ তো আব্দুল্লাহ রয়েছে তারপর ইমাম আউযাঈ নীরব হয়েগেলেন

(মুসনদ আবু হানিফা বা-রিওয়ায়াত ইবনুল হারিস, পৃ-১৪৪)

* ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেশ করা হাদিসের সনদে কোন প্রকার ত্রুটি নেয়। যদি কোন গায়ের মুকাল্লিদ ত্রুটি বের করতে চায় তাহলে ক্ষমতা প্রেয়োগ করে দেখতে পারে।

এই হাদিসের সনদ শুনে ইমাম আউযাঈ নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছেন অতএব কোনও লা-মাযহাবীর ক্ষমতা নেই হাদিসটিকে জয়ীফ প্রমান করার।

প্রশ্ন ঃ- আমাদের পরিবেশে কিছু সংখ্যক মানুষ যাদের পূর্বপুরুষ এবং তারা নিজেও হানাফী ছিলেন ; নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ পরিত্যাগ করে নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতে শুরু করেছেন। তাদের প্রশ্ন হল, বাংলাদেশ থেকে ছাপা বাংলা বুখারী এবং তিরমিযীতে রাফয়ে ইয়াদায়েনর প্রমান রয়েছে অথচ আলেমগন এবং মসজিদের এমামরা কেন নিষেধ করেন ?

উত্তর ঃ- তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত নামাযের মধ্যে সমস্ত জায়গায় রাফয়ে ইয়াদায়েন নিষিদ্ধ এবং সুন্নৎ বিরোধী। বুখারী, তিরমিযী এছাড়াও আরও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে বর্নিত যে সমস্ত হাদিসদ্বারা রাফয়ে ইয়াদায়েনের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো রহিত ;

রাফয়ে ইয়াদায়েনের সঠিক মাসয়ালা বোঝার জন্য কিছু মুল বিষয় বুঝতে হবে।

১। ইসলামের প্রথম দিকে নামাযের অবস্থায় কথা বলা জায়েজ ছিল। এমনকি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজেই নামাজ অবস্থায় আগত ব্যক্তির সালামের উত্তর দিতেন। কিন্তু পরবর্তিতে এই নির্দেশ বা আমলটি অবশিষ্ট থাকলো না। রহিত বা রদকৃত (মানসুখ) হয়ে গেল এই বিষয়ে হাদিস শরীফ পেশ করা হল -

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَفِى الصَّلٰوةِ فَيَرُدُّعَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَامِنْ عِنْدِالنَّجَاشِىْ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّعَلَيْنَاوَقَالَ اِنَّ فِى الصَّلٰوةِ شُغْلًا

অর্থাৎ -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, প্রথমে আমরা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামাযের অবস্থায় সালাম দিতাম তখন তিনি আমাদেরকে সালামের উত্তর

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিতেন। কিন্তু নাজাশী থেকে ফিরে আসার পর আমরা হুযুরকে সালাম করলাম নামাযের অবস্থায় অতঃপর হুযুর আমাদেরকে সালামের উত্তর দিলেন না এবং বললেন, নামাযাবস্থায় বান্দা আল্লাহ তা'য়ালার দিকে মনোযোগী হয়। (বুখারী শরীফ, অধ্যায়- মা-ইয়ানহা আনিল কালাম)

এই হাদিস দ্বারা জানা যায় যে, পূর্বে নামাযের অবস্থায় কথা বলা জাযেয ছিল। কিন্তু পরবর্তিতে এই আমলটি রদকৃত (মানসুখ) হয়েগেল চিরস্থায়ী বা অবশিষ্ট থাকল না।

এখান থেকে বোঝা গেল যে, হাদিসের মধ্যে কোন মাসয়ালার প্রমান পাওয়া আলাদা বিষয়। আর চিরস্থায়ী থাকা আলাদা বিষয়। এখন যদি কোনো ব্যক্তি শুরু ইসলামের আমল সহীহ হাদিসের আলোকে পেশ করে বলেন যে, সাহীহ হাদিস থেকে প্রমানিত, নামাযের মধ্যে কথা বলা জায়েয এবং সালামের উত্তর দেওয়া সুন্নাৎ তবে তার কথাটি সঠিক হবে না। কেননা এই নির্দেশের প্রমান রয়েছে বটে, কিন্তু তা অবশিষ্ট নেয়, রহিত (মানসুখ) হয়ে গিয়েছে।

অনুরূপ রুকু, সিজদা এবং তৃতীয় রাকাতের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদায়েনর হাদিস বর্নিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তি সহীহ হাদিস দ্বারা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মদিনার আমল দ্বারা, খোলাফা-এ রাশেদীন, আশারা-এ মুবাশশারাত, এছাড়াও আরও অনেক সাহাবা-এ কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহে আজামাঈনের রাফায়ে ইয়াদায়েন না করার স্বপক্ষ্যে সবশেষ আমল দ্বারা প্রমানিত হয় যে, গায়ের মুকাল্লিদ-লা-মাযহাবীদের পেশ করা হাদিসগুলি যদিও হাদিস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিন্তু সেগুলি রহিত (মানসুখ) হয়ে গিয়েছে ঐ সবের প্রতি আমল করা চলবে না

মনে রাখবেন ঃ-

গায়ের মুকাল্লিদগন দাবী করেন যে, রাফয়ে ইয়াদায়েন শেষ পর্যন্ত ছিলো। কিন্তু তাদের এই দাবীর প্রতি কোন পরিপক্ক দলীল নেয়। আর বাইহাকীর যে হাদিসটি তারা পেশ করেন তা দলীল হিসাবে গ্রহনযোগ্য নয়। কারন তা অত্যান্ত জীয়ফ রয়েছে।

গায়ের মুকাল্লিদের পেশ করা হাদিসের পরীক্ষা

فَمَازَالَتْ تِلْكَ صَلٰوتُهُ حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ

অর্থাৎ -

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শেষ পর্যন্ত রাফয়ে ইয়াদায়েনর সহিত নামায পড়তেন। (বাইহাকী)

হাদিসের পূর্ন বিবেচনা ঃ-

* উল্লেখিত হাদিসের একজন বর্ননাকারীর নাম হল - আব্দুর রহমান বিন কুরাইশ বিন খুযাইমা।

তার সম্পর্কে বলা হয়েছে - اِتَّهَمَهُ السُّلَيْمَانِىُ بِوَضْعِ الْحَدِيْثِ

অর্থাৎ - সুলাইমানী বলেন, আব্দুর রহমান বিন কুরাইশ মনগড়া হাদিস বলত। (মিযানুল এ'তেদাল, খন্ড-২, পৃষ্ঠা - ৫৮২)

* উল্লেখিত হাদিসের দ্বীতিয় বর্ননাকারীর নাম হল - আসমা বিন মুহাম্মাদ।

তার সম্পর্কে বলা হয়েছে -

قَالَ يَحْىٰ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيْثَ وَقَالَ الْعُقَيْلِىُ حَدَّثَ بِالْبَوَاطِيْلِ عَنِ الثِّقَاتِ وَقَالَ الدَّارُقُطْنِىُ وَغَيْرُهُ مَتْرُوْكٌ

অর্থাৎ -

ইয়াহয়া বলেন, আসমা মিথ্যুক, মনগড়া হাদিস বলত। হযরত উকাইলী বলেন, আসমা সত্যবাদী বর্ননাকারীদের দিকে মিথ্যা বর্ননার সম্বন্ধ যুক্ত করত।

আল্লামা দারু কুতনী বলেন, মুহাদ্দিসগন তাকে পরিত্যাগ করে দিয়েছেন (মিথ্যুক হওয়ার জন্য) ।(মিযানুল এ তেদাল, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ৬৮)

* গায়ের মুকাল্লিদদের খ্যাতনামা আলেম, আতাউল্লাহ হানিফ নেসাঈ শরীফের তালিকাতে লিখেছেন -

وَحَدِيْثُ الْبَيْهَقِىُ مَازَالَتْ ضَعِيْفٌ جِدًّا

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ -

বাইহাকীর হাদিস, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শেষ পর্যন্ত রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। এটা অত্যন্ত জয়ীফ।

(আল-তা'লিকাত আল-সালফিয়া, পৃষ্ঠা - ১০৪)

উপরোল্লেখিত বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে হল যে, গায়ের মুকাল্লিদদের দাবী "রাফয়ে ইয়াদানের কাজ শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকার প্রতি" কোন পরিপক্ক দলীল নেয়। গায়ের মুকাল্লিদগন এ ধরনের বর্ননা পেশ করে জনসাধারনদের ধোকা দিচ্ছে। এতে তো তাদের দাবী প্রমান হয় না। তাদের দাবী তখনই প্রমান হবে যখন রাফয়ে ইয়াদায়েন অবশিষ্ট থাকার প্রতি পরিষ্কার দলীল পেশ করবে।

২। তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত নামাযের মধ্যে সমস্ত জায়গায় রাফয়ে ইয়াদায়েন রদকৃত (মানসুখ) হওয়ার বিষয়টি বোঝার জন্য রাফয়ে ইয়াদায়েন কেন্দ্রিক সমস্ত হাদিসের প্রতি নযর রাখা জরুরী এবং রদকৃত ও রদকারী (মানসুক ও নাসেখ) -এর পার্থক্যও বুঝাতে হবে। কোন বিষয়ে পূর্বে শরীয়তের নির্দেশ কি ছিল ? কি পরিবর্তন ঘটেছে ? এসব জানতে হবে।

নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েনের পুঙ্খানু পুঙ্খ বর্ননা

সেহাহ সিত্তার হাদিসগ্রন্থে অর্থাৎ - বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নেসাঈ এবং ইবনে মাযাতে চার রাকাত নামাযের মধ্যে ২৮ বার রাফয়ে ইয়াদায়েন করার হাদিস পাওয়া যায় ; কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্বদা এই আমলটি করেন নি। নামাযের অনেক নির্দেশাবলী পরিবর্তন হয়েছে ; বরং আবু দাউদ এবং ইবনে খুযাইমায় উল্লেখিত হযরত মা'য রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। নামাযের নির্দেশাবলী তিন বার পরিবর্তন হয়েছে। আর তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েনর নির্দেশও পরিবর্তন হয়েছে। এই জন্য তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েন করা রদকৃত ও মানসুখ। শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করা অপরিবর্তনীয় নির্দেশ। এটাই হল

আসলে কাওলী ও ফে'লী সুন্নাৎ। এর প্রতি যৌথসিদ্ধান্ত রয়েছে। এটাই হল অসংখ্য সাহাবা-এ কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মাসলাক, যার মধ্যে ১৫০০ জন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম শুধু কুফা দেশের ছিলেন।এছাড়া আরও অসংখ্য তাবেঈনের ও এটাই মাসলাক। আর এটাই হল মাসলাক ও মাযহাবে ইমাম আবু হানীফা অর্থাৎ হানাফী মাযহাব।

গায়েব মুকাল্লিদগনের দাবী ও আমল

গায়ের মুকাল্লিদগন চার রাকাত নামাযে ১০ জায়গায় রাফয়ে ইয়াদায়েন করেন। প্রথম ও তৃতীয় রাকাঁতের শুরুতে এবং চার রাকাতের প্রত্যেক রুকুর পূর্বে ও পরে। ১৮ জায়গায় রাফয়ে ইয়াদায়েন করেন না। দ্বীতিয় ও চতুর্থ রাকাতের শুরুতে এবং ৮ সেজদায় প্রত্যেক সেজদার পূর্বে ও পরে। যেহেতু 'জুযব রাফা ইয়াদায়েন লিল বুখারী, পৃ-৪৮। মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, খন্ড- ১, পৃ.-২৬৬। মুসনাদ আবু য়া'লা, খন্ড -২, পৃষ্ঠা - ৩৯৯। মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, খন্ড - ২, পৃ-২২০। ইত্যাদি হাদিস গ্রন্থে নামাযের মধ্যে ২৮ জায়গায় রাফয়ে ইয়াদায়েন করার হাদিসে সাহীহ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

গায়ের মুকাল্লিদগন যারা নিজেকে আহলে হাদিসও বলে থাকেন, তাদের ধারনা সাহীহ হাদিসে রুকুর সময় এবং তৃতীয় রাকাতের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদায়েনের উল্লেখ পেয়েছি এই জন্য রাফয়ে ইয়াদায়েন ব্যাতিত নামায শুদ্ধ হবে না। তাহলে সেজদার পূর্বে ও পরেও তো রাফয়ে ইয়াদায়েনর উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বে ও পরে রাফয়ে ইয়াদায়েন না করে আপনার নামায কেমন করে শুদ্ধ হবে ?

আসলে বিষয়টি হল এই রূপ যে, প্রথম দিকে একসময় সেজদার পূর্বে ও পরে রাফয়ে ইয়াদায়েন করা হত। পরে এই আমলটি রহিত (মানসুখ) হয়ে গেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেজদার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন রহিত হওয়ার প্রমান

عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا وَكَانَ لَا يَفْصَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِوَفِى الرِّوَايَةِ وَلَا يَفْصَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ وَلَا حِيْنَ يَرْفَعُ رأسَهُ مِنَ السُّجُوْدِوَفِى الرِّوَايَةِ وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুবাদ ঃ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বনির্ত। রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেজদা সমূহের মাঝ রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না। আর এক হাদিসে আছে যে, যখন সেজদা করতেন এবং সেজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন রাফয়ে ইয়াদায়েনের আমল করতেন না। অপর বর্ননায় আছে, দুই সেজদার মাঝে রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না। (বুখারী শরীফ, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১০২)

তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত সমস্ত জায়গায় রাফয়ে ইয়াদায়েন রহিত

হাদিস ঃ-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا وَاِذَااَرَدَاَنْ يَّرْكَعَ وَبَعْدَ مَايَرْفَعُ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِى رِوَايَةٍ اِذَااَرَدَ اَنْ يَّرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَا يَرْفَعُهُمَاوَفِى رِوَايَةٍ تَرَكَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِى دَاخِلِ الصَّلٰوةِ عِنْدَالرُّكُوْعِ وَثَبَتَ عَلٰى رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى بَدْءِ الصَّلٰوةِ

অনুবাদ ঃ- হযরত ইবনে উমার থেকে বর্নিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন রুকু করার এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর এরাদা করতেন তখন রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না।

আর দুই সেজদার মাঝেও রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না। অপর বর্ননায় আছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন রুকুর এরাদা করতেন এবং রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন না। আর এক বর্ননায় আছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রুকুর সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করা ত্যাগ করে দিয়েছিলেন এবং শুধু মাত্র নামাযের শুরুতে অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করার প্রতি অটল ছিলেন। (মুসনদ আল হুমাইদী, খন্ড - ২, পৃ.- ২৭৭)

উল্লেখিত হাদীসের সনদ ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযয়ী শাহীহ। তাকবীরে তাহরীমা ব্যাতিত নামাযের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদায়েন রহিত হওয়ার হাদিস সমুহ পূর্বে লিখে দেওয়া হয়েছে।

মুহাদ্দিস ও ফক্বীহগনের হাদিসের অধ্যায় নির্ধরনের দিক দিয়েও রাফয়ে ইয়াদায়েন রহিত ও পরিত্যক্ত

নিয়মানুযায়ী মুহাদ্দিসগন সাধারনত রহিত বা রদকৃত হাদিসসমূহের অধ্যায় প্রথমে নিয়ে আসেন। আর রহিতকারী বা রদকারী হাদিসসমূহ পরে নিয়ে আসেন।

মুসলিম শরীফের শারাহতে বলা হয়েছে -

بَابُ الْوَضُوْءِ مِمَّامَسَّتِ النَّارُذَكَرَمُسْلِمُ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِى هٰذَا الْبَابِ الاَحَادِيْثَ الْوَارِدَةَ بِالْوَضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ثُمَّ عَقِبَهَا بِالْاَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ بِتَرْكِ الْوَضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَكَاَنَّهُ يُشِيْرُ اِلٰى اَنَّ الْوَضُوْءَ مَنْسُوْخٌ وَهٰذِهِ عَادَةُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْاَئِمَّةِ الْاَحَادِيْثِ يَذْكُرُوْنَ الْاَحَادِيْثَ الَّتِىْ يَرَوْنَهَامَنْسُوْخَةً ثُمَّ يَعْقِبُوْنَهَابِالنَّاسِخِ

অর্থাৎ -

ইমাম মুসলিম অধ্যায়-এর নাম দিয়েছেন. -

pdf By Syed Mostafa Sakib

'আগুনে রন্ধন করা দ্রব্য খেলে ওযু করতে হবে'। এই অধ্যায়ে তিনি ঐ সমস্ত বর্নিত হাদিস বর্ননা করেছেন যাতেকরে প্রমান হয় যে, আগুনে রান্না করা দ্রব্য খেলে ওযু করতে হবে। পরে ঐ হাদিসগুলি বর্ননা করেছেন যাতে আগুনে রান্নাকরা দ্রব্য খেলেও ওযু না করার প্রমান পাওয়া যায়। সুতরাং এখান থেকে ইঙ্গীত পাওয়া যায় যে, যে সমস্ত হাদিসে আগুনে রান্না করা দ্রব্য খেলে ওযু করার স্বপক্ষ্যে প্রমান পাওয়া যায় ঐ সব হাদিস রদকৃত বা মানসুখ। এই হল ইমাম মুসলিম এছাড়া আরও অন্যান্য মুহাদ্দিসগনের নিয়ম। স্বভাবতই সকল মোহাদ্দিসগন রদকৃত বা মানসুখ হাদিসসমূহ প্রথমে বর্ননা করতেন এবং রদকারী কা নাসেখ হাদিসসমূহ পরে বর্ননা করতেন।

(শারাহ মুসলিম নওবী, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১৫৬)

প্রমানিত বিষয় ঃ-

* উপরোল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, মুহাদ্দেসগন সমস্ত প্রকার সংগ্রহিত হাদিস, গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার সময় রদকৃত বা মানসুখ হাদিস সমূহ প্রথমে বর্ননা করেছেন। আর রদকারী বা নাসেখ হাদিস সমূহ তারপরে বর্ননা করেছেন।

* আর এই বিষয়টিও সবার জানা যে, রদকৃত বা মানসুখ হাদিসের প্রতি আমল হয় না। যদি আমল হত তবে রদকৃতই বা কেন বলাহত ? বরং রদকারী অর্থাৎ নাসেখ হাদিসের প্রতি আমল হবে।

* ইমাম নওবী রহমাতুল্লাহে আলাইহের উপরোল্লেখিত নিয়মানুযায়ী মানসুখ (রদকৃত) ও নাসেখ (রদকারী) হাদিসের পরিচয় পাওয়া যায়।

মনে রাখবেন ঃ-

যে সমস্ত হাদিসগ্রন্থে একি ধরনের হাদিস থাকে ঐ হাদিসগ্রন্থ থেকে মানসুখ (রদকৃত) নাসেখ (রদকারী) হাদিস চেনা যাবে না। এর জন্য ঐ সমস্ত হাদিস গ্রন্থ দেখতে হবে যাতে দুই ধরনেরই হাদিস বর্ননা করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম দ্বারা রাফয়ে ইয়াদায়েনর সঠিক সমাধান হবে না

ইমাম বুখারী ও মুসলিম শুধুমাত্র রাফয়ে ইয়াদায়েন করার হাদিসগুলি বলেছেন কিন্তু রাফয়ে ইয়াদায়েন পরিত্যাগ করার স্বপক্ষ্যে বর্নিত হাদিসগুলি লিখেননি। ফলে বুখারী ও মুসলিম দ্বারা এক্ষেত্রে মানসুখ ও নাসেখ হাদিস চেনা যাবে না। কারন এখানে শুধুমাত্র মাসআলার একটি দিককেই প্রস্ফুটিত করা হয়েছে পক্ষান্তরের হাদিসগুলি এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রে আলোচিত হয় নি। অর যতখন পর্যন্ত কোন মাসআলার ক্ষেত্রে নাসেখ ও মানসুখ উভয় দিকের হাদিস যথাযথ আলোচিত হবে না, ততখন মাসয়ালার সঠিক সিদ্ধান্ত উপনিত হওয়া অসম্ভব্য। সুতরাং সঠিক সমাধানের জন্য ঐসব হাদিসগ্রন্থের সাহায্য নিতে হবে যাতে দুই ধরনেরই হাদিস বর্নিত হয়েছে।

মানসুখ ও নাসেখ-এর নিয়মানুযায়ী যে সব মুহাদ্দিস হাদিস বর্ননা করেছে তাদের নাম ও হাদিসগ্রন্থ

১। ইমাম বুখারীর দাদা উসতাদ ইমাম ফক্বীহ মুহাদ্দিস হাফিয মুহাম্মাদ বিন আল হাসান আল-শাইবানী রহমাতুল্লাহে আলাইহে। প্রথমে ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্নিত রাফয়ে ইয়াদায়েনের হাদিস লিখেছেন। তারপর রাফয়ে ইয়াদায়েন ত্যাগ করার স্বপক্ষ্যে হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্নিত হাদিসসমূহ লিখেছেন।

(মোতা ইমাম মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা. ৮৯-৯০)

সুতরাং মানসুখ ও নাসেখের নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে,রাফয়ে ইয়াদায়েন মানসুখ (রহিত) রাফয়ে ইয়াদায়েন করা যাবে না।

২। ইমাম বুখারীর উসতাদ আবুবকর বিন আবী শাইবা যার কাছ থেকে ইমাম বুখারী হাদিস নিয়েছেন যা সাহীহ বুখারীতে ১৬ জায়গায় উল্লেখিত তিনি নিজের মুসান্নাফ-এ মানসুখ ও নাসিখের উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী হাদিস লিখেছেন। এখান থেকেও বোঝো যায়, "রাফয়ে ইয়াদায়েনের হুকুম রহিত।"

(মুসান্নাফ ইবনে শাইবা, খন্ড - ১, পৃঃ- ২১৬-২২৭)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩। ইমাম বুখারীর ছাত্র ইমাম নেসাঈ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্নিত রাফয়ে ইয়াদায়েনর হাদিস প্রথমে লিখেছেন এবং রাফয়ে ইয়াদায়েনে ত্যাগ করার স্বপক্ষ্যে বর্নিত হাদিস পরে লিখেছেন।

(নেসাঈ শরীফ, খন্ড - ১, পৃঃ- ১৬১)

৪। মুহাদ্দিস আবুবকর আব্দুর রাজ্জাক। রাফয়ে ইয়াদায়েনের রদকৃত হাদিস প্রথমে লিখেন। তারপর রাফয়ে ইয়াদায়েন ত্যাগ কারার স্বপক্ষ্যে বর্নিত হাদিস লিখেছেন।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, খন্ড - ২, পৃঃ- ৪৩-৪৬)

৫। ইমাম হাফিয মুহাদ্দিস আবু দাউদ উল্লেখিত নিয়ামানুযায়ী হাদিস বর্ননা করেছেন। (আবু দাউদ, খন্ড - ১, পৃঃ- ১১১-১১৬)

৬। ইমাম হাফিজ মুহাদ্দিস আবু ঈসা আল-তিরমিযী। তিনিও উপরোল্লেখিত নিয়মানুযায়ী হাদিস বর্ননা করেছেন।

(তিরমিযী শরীফ, খন্ড - ১, পৃঃ- ৫৯,৭০,৭১)

৭। ইমাম হাফিয মোহাদ্দিস আবু আলি আল-তুসী। তিনিও উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী হাদিস লিখেছেন।

(মুখতাসারুল আহকাম লিওুসী, পৃষ্ঠা - ১৫৮-১৬১)

৮। ইমাম হাফিয ফাক্বীহ মুহাদ্দিস আবু জা'ফর ত্বহাবী। তিনিও উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী হাদিস লিখেছেন।

(ত্বহাবী শরীফ, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১৬১-১৬২)

৯। মুহাদ্দিস ইমাম বাইহাকী। তিনিও উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী হাদিস লিখেছেন।

(সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, খন্ড - ২, পৃঃ- ৬৮-৭৬)

১০। মুহাদ্দিস ওলীউদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ রাহমাতুল্লাহে আলাইহে। তিনিও উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী হাদিস লিখেছেন।

(মিসকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং - ৭৫-৭৭)

উপরোল্লেখিত বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাকবীরে তাহরিমা ব্যাতিত রাফয়ে ইয়াদায়েনর আমল রহিত ও রদকৃত।

এখন কেউ যদি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে

মাযা, নেসাঈ এছাড়াও আরও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থের উল্লেখ দিয়ে রাফয়ে ইয়াদায়েনর স্বপক্ষ্যে কথা বলে তাহলে তার কথা গ্রহন যোগ্য হবে না। আমরাও জানি হাদিসে আছে কিন্তু রহিত ও রদকৃত। আর রদকৃত হওয়ার স্বপক্ষ্যে অসংখ্য প্রমান দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গায়ের মুকাল্লিদের আরও কিছু প্রশ্নের যথাযথ উত্তর

প্রশ্ন ঃ- গায়ের মুকাল্লিদগন জনসাধারনকে ধোকা দেওয়ার জন্য বলে থাকে হাদিসে আছে -

مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ لَهُ بِكُلِّ اِشَارَةٍ عَشَرُ حَسَنَاتٍ

যে ব্যাক্তি নামাযে হাত উঠাবে প্রত্যেক ইশারাতে ১০ টি নেকী পাবে।

উত্তর ঃ-

প্রথমতঃ- এই হাদিসে রুকু, সাজদাহ বা তৃতীয় রাকাতের শুরুতে ও সালাম ফেরানোর সময় দুইহাত উঠাতে হবে এমন কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয় নি।

সুতরাং উক্ত হাদিসটি রুকু, সাজদাহ, অথবা তৃতীয় রাকাতের শুরুতে বা সালাম ফেরানোর সময় দুই হাত উঠানোর স্বপক্ষ্যে দলিল সরূপ পেশ করা সঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ- হাফিয ইবনে হাজার এবং গায়ের মুকাল্লিদগনের ইমাম কাজী শওকানী নিজেও লিখেছেন যে, উক্ত হাদিসের সর্ম্পক শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাত উঠানোর সাথে রয়েছে।

(ফাতহুল বারী, খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ২৭৮/ নিলুল আওতার, খন্ড-২, পৃঃ-১৮৫)

তৃতীয়ত ঃ- উক্ত হাদিসের সনদে একজন বর্ননা কারীর নাম 'ইবনে লাহিয়াহ' যাকে জয়ীফ বলেছেন আমিরে ইয়ামানী, কাজী শওকানী, এবং আব্দুর রহমান মোবারকপুরী ইত্যাদি মৌলভীসাহেবগন।

চতুর্থত ঃ- উক্ত হাদিসের সনদে আর একজন বর্ননাকারী হলেন মুশরহ। যার ব্যাপারে ইবনে হাব্বান লিখেছেন যে, মুশরহ দ্বয়ীফ হাদিস বর্ননা করতেন। অন্য কোন বর্ননাকারী তার বর্ননার সহমত পোষন করতেন না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুতরাং সঠিক বিষয় হল এই যে, যে বর্ননায় মুশরাহ একক ভাবে বর্ননা করবেন তা অগ্রাহ্য করা হবে।

(তাহযীবুত্ তাহযীব, খন্ড - ৫, পৃ:-৪২৫)

গায়ের মুকাল্লিদগনের পেশ করা উক্ত হাদিসগুলি দ্বয়ীফ তাও প্রমান করে দেওয়া হল।

প্রশ্ন ঃ- গায়ের মুকাল্লিদগন বলে থাকেন যে, ফেরেশতারাও রাফয়ে ইয়াদায়েন করেন। তাদের এই দাবি কি সঠিক হাদিস দ্বারা প্রমানিত ?

উত্তর ঃ- তাদের এই দাবি সঠিক হাদিস দ্বারা প্রমানিত নয়। এটা মনগড়া রিওয়ায়েত। এই রিওয়ায়েতে একজন বর্ননাকারীর নাম ইসরাইল বিন হাতিম আল মারুযী। আল্লামা যাহাবী বলেন, ইসরাইল মনগড়া হাদিস বলত। এটাও মনগড়া হাদিস। (মিযানুল ইতেদাল, খন্ড - ১, পৃ:- ৯৭)

দ্বিতীয় বর্ননা কারীর নাম আসবাগ বিন নবাতা। আবুবকর বিন আয়াশ তাকে মিথ্যুক বলেছন। এবং ইমাম নিসাঈ, ইবনে মুঈন, ইবনে হাবান ও ইবনে আদি সবাই তার প্রতি মিথ্যা প্রতিপাদন করেছেন।

(মিযানুল ইতেদাল, খন্ড - ১, পৃ:-১২৫)

গায়ের মুকাল্লিদগনের ইমাম কাজী শওকানী এই হাদিস সম্পর্কে বলেন এটা মনগড়া হাদিস। (আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুয়া, পৃ:-৩০)

প্রশ্ন ঃ- অনেক গায়ের মুকাল্লিদগন বলে থাকেন যে, ৫০ জন সাহাবা এ কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম রুকুর সময় রাফয়ে ইয়াদায়েনের বর্ননা করেছেন। তাদের এই দাবি কি সঠিক ?

উত্তর ঃ- গায়ের মুকাল্লিদগনের এই দাবি দলিল ভিত্তিক নয়। তাদের এই দাবি সনদবিহীন। বরং ৭০ জন বদরী ও ৩০০ জন বাইয়াত-এ বিদ্বওয়ান সহ কুফা শহরেই ১৫০০ এর উর্ধে সাহাবা-এ কিরামগন রিদ্বওয়নুল্লাহে আজমাঈন শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। যার প্রমান এই কিতাবের পৃষ্ঠ নং ২৯ -এ করা হয়েছে।

প্রশ্নে উল্লেখিত দাবির খন্ডন গায়ের মকাল্লিদগনের ইমামরা নিজেই করেছেন।

১। গায়ের মুকাল্লিদগনের ইমাম কাজী শওকানী 'নিলুল আউতার' নামক

কিতাবে নিজেই বলেন।

اِنَّ الْعَرَقِيَّ جَمَعَ عَدَدَ مَنْ رَوَىٰ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِى ابْتِدَاءِ الصَّلٰوةِ فَبَلَغُوْا خَمْسِيْنَ صَحَابِيًّا مِنْهُمُ الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرَةُ الْمَشْهُوْدَةُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ

অর্থাৎ- আল্লামা আরাকী ঐ সাহাবা এ কিরামদের সংখ্যা জমা করেছেন যারা শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন। তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ পর্যন্ত পৌছায়। তাদের মধ্যে আশারা-এ মুবাশারাও রয়েছেন যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

(এ-লাউস্ সুনান, খন্ড - ৩, পৃ:- ৮৩)

২। গায়ের মুকাল্লিদগনের মৌলানা, আমির ইয়ামানীও লিখেছেন নিজের কিতাবে 'পঞ্চাশজন সাহাবা এ কিরাম শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরিমার সময় রাফয়ে ইয়াদায়েন করতেন।

(سبل السلام খ:-১, পৃ.: ২০০ / নুরুস সাবাহ, পৃ-১৯)

প্রশ্ন ঃ- গায়ের মুকাল্লিদগন বলে থাকেন 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ' নামক হাদি গ্রন্থে চৌদ্দশ সাহাবা-এ কিরাম থেকে হাদিস বর্নিত, যা থেকে রাফয়ে ইয়াদায়েন রুকুর সময় প্রমানিত হয়। তাদের এই দাবি কি সঠিক ?

উত্তর ঃ- গায়ের মুকাল্লিদগনের এই দাবি অত্যান্ত দ্বয়ীফ এবং মনগড়া। কারন এই বর্ননার কিছু বর্ননাকারী মিথ্যুক রয়েছেন।

* আল্লামা হাইসামী রহমাতুল্লাহে আলাইহে 'মায্মাউয্ যাওয়ায়েদে' এই হাদিসটি লিখার সাথে সাথে হাদিসের একজন বর্ননাকারী হাজ্জাজ বিন আরত্বাত -এর প্রতি মিথ্যা প্রতিপাদনও করেছেন।

কিন্তু গায়ের মুকাল্লিদগন হাদিস তো বলে বেড়ান আর, তাদের মিথ্যা প্রতিপাদন গুলি বলেন নাই। এটা তাদের চরম খেয়ানত।

* উক্ত হাদিসের একজন বর্ননাকারী হলেন 'নাসর বিন বাব আলখোরাসানী'। তার প্রতি মোহাদ্দিসগন কঠিন মিথ্যা প্রতিপাদন করেছেন।

১। ইমাম হাইসামী রহমাতুল্লাহে আলাইহে বলেন। নাসর বিন বাব হলেন (كذاب) অত্যান্ত মিথ্যুক ব্যক্তি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২। ইমাম ইয়াহয়া বিন মোঈন বলেন নাসর বিন বাব আল খোরাসানী সম্পর্কে - "كَذَّابٌ خَبِيْثٌ عَدُوُّاللّٰهِ"

সে হল অত্যান্ত মিথ্যুক, (খাবিস) অশ্লীল, আল্লার শত্রু।

৩। ইমাম আবু দাউদ হাদিসের উল্লেখিত বর্ননা কারীকে দ্বয়ীফ বলেছেন।

৪। ইমাম নাসাঈও (রহমাতুল্লাহে আলাইহে) উল্লেখিত বর্ননাকারী কে-দ্বীয়ফ বলেছেন।

(তারিখে বাগদাদ, নুরুস সাবাহ)

নোট

الانسان مركب من الخطاء والنسيان এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে ত্রুটি থেকে বঁচার পুর্ণ চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্যেও যদি কোন প্রকার ত্রুটি পাঠকদের নযরে পড়ে তবে দয়া করে অবশ্যই জানাবেন। যেন পরবর্তি এ্যাডিশনে সংসধন করতে পারি

মো - 9735870672

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখকের লিখনী

১। আযমাতে ইল্‌ম্‌ ও উলামা (উর্দু)

২। পবিত্র রমযান মোমিনদের মেহমান

৩। জাশনে ইদ মিলাদুন্নাবী (ﷺ)

৪। মাসাইলে দরুদ ও ফাতেহা

৫। রাফয়ে ইয়াদায়েনের সঠিক সমাধান

৬। ফাতাওয়া সুন্নি মঞ্চ (অপ্রকাশিত)

৭। নামাযে হাত কোথায় বাধবেন (অপ্রকাশিত)

হাদিয়া ৬০ টাকা মাত্র

রাফয়ে ইয়াদায়েনের সঠিক সমাধান

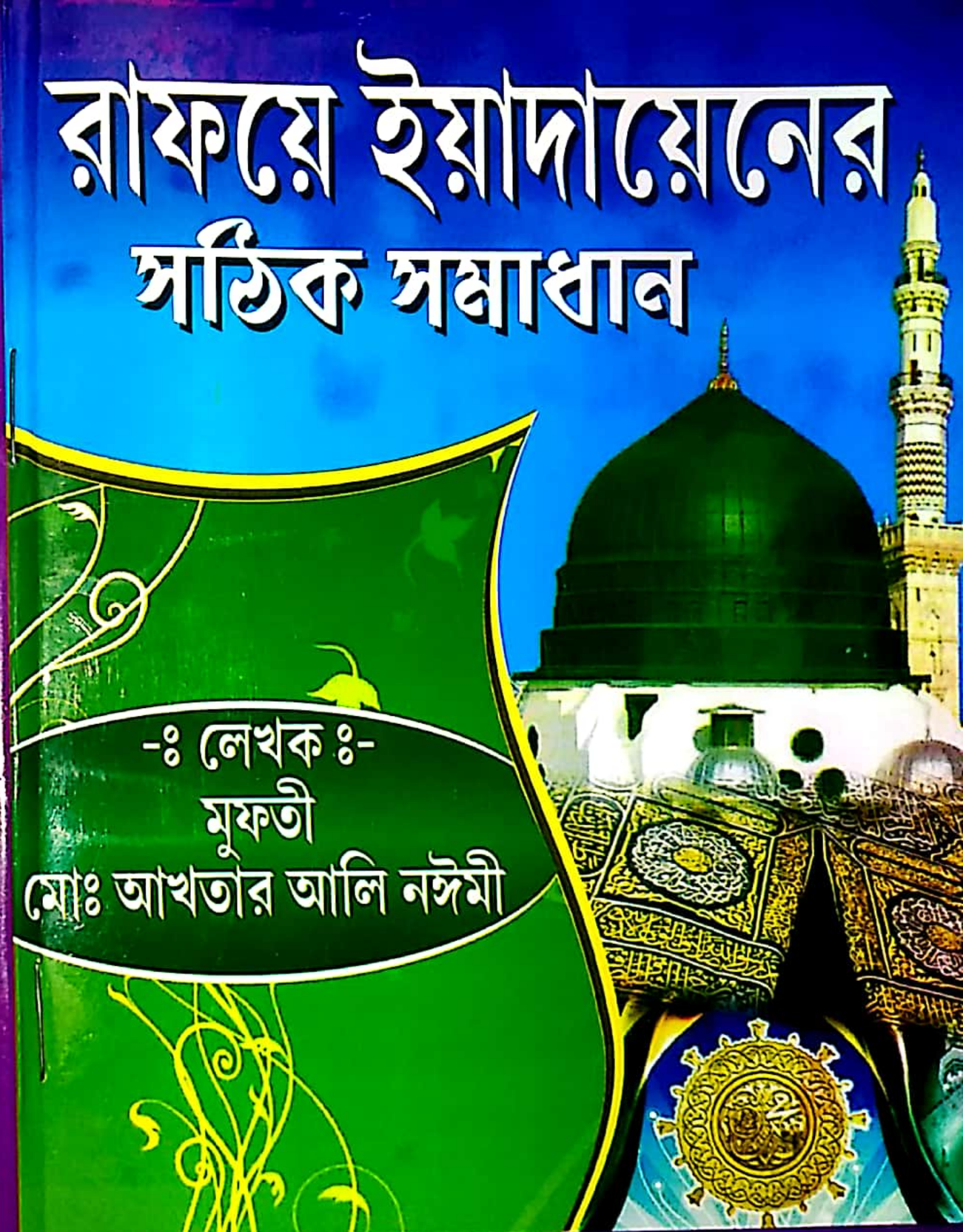

-ঃ লেখক ঃ-
মুফতী
মোঃ আখতার আলি নঈমী

-ঃ প্রকাশনায় ঃ- সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট), রুম নং - ৫০, মালদা
মোবাইল নং:- 9933494670